ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

- উপমহাদেশে কর্মরত ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের এই অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিতে ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ।
- এই কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় ১৮০১ সালে ।
- এই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম কেরি ।
- কলেজের অন্যান্য প্রধান পণ্ডিত ছিলেন- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায়, গোলকনাথ শর্মা প্রমুখ ।
- এই কলেজের পণ্ডিতবর্গের রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থ সমূহের নাম উল্লেখ করা হলো:

  ০১. রামরাম বসু রচিত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত এবং লিপিমালা ।

  ০২. উইলিয়াম কেরি রচিত- কথোপকথন ও ইতিহাসমালা ।

  ০৩. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত- বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, বেদান্তচন্দ্রিকা ইত্যাদি ।

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি

- ১৮৬৩ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন ।
- এই প্রতিষ্ঠানের গঠনকালীন উদ্দেশ্য মুসলমানদের আধুনিক জ্ঞানের ধারায় আনয়ন করা ।

বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি এবং ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

- প্রতিষ্ঠা- ১৮৯৫ ।
- এটি ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাহিত্য চর্চা এবং জ্ঞানান্বেষণের কেন্দ্রস্থল ।
- এই প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী ধাপে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ ।
- ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত ১৯২৭ সালে ।
- এই সংস্থার মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা । এই পত্রিকার স্লোগান ছিল- বুদ্ধির মুক্তি ।
- শিখা পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় সংযোজিত থাকত- "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট এবং মুক্তি সেখানে অসম্ভব ।

বাংলা একাডেমি

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর ।
- বাংলা একাডেমি ভবনের পুরাতন নাম- 'বর্ধমান হাউজ' ।
- বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বর্তমান প্রকাশনা সংখ্যা ৫টি ।
- গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'উত্তরাধিকার' ।
- বাংলা একাডেমি পদক দেয়া শুরু হয় ১৯৬০ সালে ।

বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি

- দেশ বিভাগের পর ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান এসিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি' নামে পরিচিত হয় ।
- এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোনস ।
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা ভাষায় রচিত উইকিপিডিয়ার নাম 'বাংলা পিডিয়া' ।

রাজা রামমোহন রায়

ব্যক্তিগত তথ্য		জন্ম: ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার রাধানগর নামক স্থানে সম্ভ্রান্ত তালুকদার পরিবারে। মৃত্যু: ১৮৩৩ সালে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে রাজা রামমোহন রায় মৃত্যু বরণ করেন। তাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।
সাহিত্য কর্ম	প্রথম রচনা	তুহফাৎউল মুয়াহহিদ্দীন (১৮০৩)
	অনুবাদ	বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্ত সার (১৮১৫)
	সহমরণ বিরুদ্ধ রচনা	প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৯), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮-১৯), পথ্য প্রদান (১৮২৩), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭)
	শিশুতোষ রচনা	নীতিকথা (১৮১৮), হিতোপদেশ (১৮২০)
	ব্যাকরণ	Bengali Grammar in English Language (১৮২৬), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)
সম্পাদিত পত্রিকা		❖ ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদ কৌমুদী এবং মীরাৎ-উল-আখবার।
অন্যান্য		❖ ১৮১৫ সালে তিনি 'আত্মীয় সভা' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ❖ ১৮২৮ সালে তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহায়তায় 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ❖ ১৮২৯ সালে তার প্রচেষ্টায় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক-এর নির্দেশে 'সতীদাহ প্রথা'র বিলোপ হয়। ❖ ১৮৩০ সালে দিল্লির নাম মাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ❖ তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি ধর্মীয় কুসংস্কারকে উপেক্ষা করে বিলেত গমন করেন। ❖ তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ব্যক্তিগত তথ্য		জন্ম: ১৮১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কাঁচড়াপাড়ার শেয়ালডাঙ্গা গ্রামে। মৃত্যু: ১৮৫৯ সালের ২৩ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরিচিতি: কবি ও সাংবাদিক।
সাহিত্য কর্ম	গ্রন্থ	প্রবোধ প্রভাকর (১৮৫৭), হিত-প্রভাকর (১৮৬০)
	নাটক	বোধেন্দুবিকাশ (১৮৯৩)
সম্পাদিত পত্রিকা		সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ রত্নাবলী এবং সংবাদ সাধুরঞ্জন।
অন্যান্য		❖ তাকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। ❖ তার সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর ছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা। ❖ তিনি বাংলা ভাষার প্রথম পরিবেশ সচেতন কবি। ❖ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাকে 'খাঁটি বাঙালি কবি' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র

ব্যক্তিগত তথ্য		জন্ম: ১৮১৪ সাল কলকাতা । মৃত্যু: ১৮৮৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন ।
সাহিত্য কর্ম	উপন্যাস	আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), আধ্যাত্মিকা
	প্রহসন	মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯), বামাতোষিণী (১৮৮১)
অন্যান্য		❖ তিনি ডিরোজিওর শিষ্য এবং একজন ইয়ংবেঙ্গল ছিলেন । ❖ তাকে বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ বলা হয় । ❖ তিনি টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনাম ব্যবহার করেন । ❖ তার রচিত ঠকচাচা চরিত্রটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র বলা হয় ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ব্যক্তিগত তথ্য		**জন্ম:** ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে । **প্রকৃতনাম:** ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । **স্বাক্ষর:** ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা । **উপাধি:** বাংলা শিল্পসম্মত গদ্যরীতির জনক এবং বিদ্যাসাগর । **ছদ্মনাম:** কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য এবং কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য । **মৃত্যু:** ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই ।
সাহিত্য কর্ম	প্রথম রচনা	বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)
	অনুবাদ	ভ্রান্তিবিলাস (শেক্সপিয়রের Comedy of Errors-এর অনুবাদ), শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০)
	মৌলিকগ্রন্থ	প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৯২), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭১), অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৫), রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬) ।
	পাঠ্যপুস্তক	বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৬), বোধোদয় (১৮৫১) ।
	ব্যাকরণ বিষয় রচনা	ব্যাকরণ কৌমুদী
অন্যান্য		❖ তিনি ১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন । ❖ তার প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয় । ❖ তিনি তাঁর বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের দশম সংস্করণে সর্ব প্রথমবিরাম চিহ্নকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করেন । তাই তাকে বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্নের প্রবর্তক বলা হয় । ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁকে দয়াসিন্ধু উপাধি দেন ।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

ব্যক্তিগত তথ্য		জন্ম: ১৮২২ সালে চব্বিশপরগণার হরিনাভি গ্রামে । মৃত্যু: ১৮৮৬ সালে হরিনাভি গ্রামেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন ।
সাহিত্য কর্ম	নাটক	কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), বেণীসংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী (১৮৫৮), মালতী মাধব (১৮৬৭), অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৬০)
	প্রহসন	যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট (১৮৬৯), চক্ষুদান (১৮৬৯)
অন্যান্য		❖ তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে বিধিবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন । ❖ তার উপাধি কাব্যোপাধ্যায় এবং নাটুকে রামনারায়ণ ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ব্যক্তিগত তথ্য		**জন্ম:** ১৮২৪ সালে যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে । **প্রকৃতনাম:** মধুসূদন দত্ত । ১৮৪৩ সালে তার নামের সাথে মাইকেল অংশটুকু যুক্ত হয় । **ছদ্মনাম:** টিমোথি এবং পেনপোয়েম । **মৃত্যু:** ১৮৭৩ সালে কলকাতার আলিপুর হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন ।
সাহিত্য কর্ম	প্রথম রচনা	প্রথম ইংরেজি কাব্য - The Captive Lady (১৮৪৯), প্রথম বাংলা রচনা- শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) ।
	নাটক	পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), মায়াকানন (১৮৭৪), কীর্তি বিলাস (১৮৫২), Rizia (অসমাপ্ত নাট্য-কাব্য)
	প্রহসন	একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)
	কাব্য	The Captive Lady (১৯৪৯), ব্রজঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৫), তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০), বীরাঙ্গনা কাব্য (পত্রকাব্য) (১৮৬২)
	মহাকাব্য রচনা	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) ।
অন্যান্য		❖ ১৮৪৩ সালে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন । ❖ ১৮৪৭ সালে তিনি জীবিকার তাগিদে মাদ্রাজ গমন করেন । ❖ তিনি বাংলা সহ আরও ১১টি ভাষায় দক্ষ ছিলেন । ❖ তিনি ১৮৬২ সালে ব্যারিস্টারি পড়তে ব্রিটেন গমন করেন ।
সাহিত্য স্বীকৃতি		❖ বাংলা ভাষার প্রথম বিদ্রোহী বা বিপ্লবী কবি । ❖ বাংলায় সনেটের প্রবর্তক । ❖ অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক । ❖ বাংলা ভাষায় প্রথম স্বার্থক নাটকএবং ট্রাজেডি রচয়িতা । ❖ বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক মহাকাব্যের রচয়িতা ।

দীনবন্ধু মিত্র

ব্যক্তিগত তথ্য		জন্ম: ১৮৩০ সালে নদীয়ার চৌবেড়িয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । মৃত্যু: তিনি ১৮৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন ।
সাহিত্য কর্ম	নাটক	নীলদর্পণ (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), কমলে কামিনী (১৮৭৩), লীলাবতী (১৮৬৭)
	প্রহসন	সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), জামাই বারিক (১৮৭২)
অন্যান্য		❖ তিনি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লিখার মাধ্যমে নিজের সাহিত্য জীবন শুরু করেন । ❖ তিনি ডাকক্ষেত্রে তার অসামান্য দক্ষতার কারণে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন ।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

ব্যক্তিগত তথ্য	জন্ম: ১৮৩৫ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । মৃত্যু: ১৮৯৪ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন ।
সাহিত্য কর্ম (কাব্য)	সারদামঙ্গল (১৮৭৮), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), স্বপ্নদর্শন (১৮৭৮), নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০)
অন্যান্য	❖ তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার স্রষ্টা । ❖ তিনি গীতিকবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুরু হিসেবে পরিচিত । ❖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে বাংলা গীতিকবিতার 'ভোরের পাখি' বলে আখ্যা দেন ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্যক্তিগত তথ্য		জন্ম: ১৮৩৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে । ছদ্মনাম: কমলাকান্ত । **উপাধি:** সাহিত্য সম্রাট এবং ঋষি । **সাহিত্য স্বীকৃতি:** বাংলা উপন্যাসের জনক । **মৃত্যু:** ১৮৯৪ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন ।
সাহিত্য কর্ম	কাব্য	ললিতা (১৮৫৩), মানস (১৮৫৩)
	উপন্যাস	Rajmohan's Wife (১৮৬৪), দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকু-লা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮২), রাজসিংহ (১৮৮২), সীতারাম (১৮৮৭), ইন্দিরা (১৮৯৩; গল্প হিসাবে ১ম প্রকাশ ১৮৭৩),
	গল্প	যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), রাধারাণী (১৮৮৬)
	প্রবন্ধ	লোকরহস্য (১৮৭৪), কমলাকান্ত – কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র, কমলাকান্তের জবানবন্দী (১৮৮৫), সাম্য (১৮৭৯), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫)
	সম্পাদিত প্রত্রিকা	বঙ্গদর্শন (১৮৭২) ।

অন্যান্য	❖ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বাংলা সাহিত্যের স্কট' বলা হয় । ❖ তার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরীণী এবং সীতারাম এই তিনটি তার ত্রয়ী উপন্যাস । ❖ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকদের একজন । ❖ তার রচিত দুর্গেশনন্দিনী বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ব্যক্তিগত তথ্য		জন্ম: ১৮৪৪ সালে কলকাতার বাগবাজার । মৃত্যু: তিনি ১৯১২ সালে মৃত্যুবরণ করেন ।
সাহিত্য কর্ম	**নাটক**	রাবণবধ (১৮৮১), অভিমন্যুবধ (১৮৮১), সীতার বনবাস (১৮৮২), লক্ষ্মণ বর্জন (১৮৮২), রামের বনবাস (১৮৮২), সীতাহরণ (১৮৮২), জনা (১৮৯৪), সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬)
	প্রহসন	সপ্তমীতে বিসর্জন, বেল্লিক বাজার

নবীনচন্দ্র সেন

ব্যক্তিগত তথ্য		জন্ম: ১৮৪৭ সালে চট্টগ্রামের নেয়াপাড়া । মৃত্যু: ১৯০৯ সালে ।
সাহিত্য কর্ম	**আখ্যান কাব্য**	পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫), ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭) ও রঙ্গমতী (১৮৮) ।
	ত্রয়ী মহাকাব্য	রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬)

মীর মশাররফ হোসেন

ব্যক্তিগত তথ্য		জন্ম: ১৮৪৭ সালে কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রাম । ছদ্মনাম: গাজী মিয়া মৃত্যু: ১৯১১ সালে ।
সাহিত্য কর্ম	**কাব্য**	গোরাই ব্রীজ অথবা গোরী সেতু (১৮৭৩), সংগীত লহরী (১৮৮৭), পঞ্চনারী পদ্য (১৮৯৯), প্রেম পারিজাত
	উপন্যাস	রত্নাবতী (১৮৬৯), বিষাদ-সিন্ধু (১৮৮৫-৯১), উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), গাজী মিঞার বস্তানী (১৮৯৯)
	নাটক	বসন্তকুমারী নাটক (১৮৭৩), জমীদার দর্পণ (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯)
	প্রহসন	এর উপায় কি? (১৮৭৬), ভাই ভাই এইতো চাই (১৮৯৯), ফাঁস কাগজ, এ কি? (১৮৯৯)
	প্রবন্ধ	গোজীবন (১৮৮৯)
	জীবনী	আমার জীবনী (১৯০৮-১০), বিবি কুলসুম বা আমার জীবনের জীবনী (১৯১০)
সম্পাদিত পত্রিকা		আজীজননেহার এবং হিতকারী

অন্যান্য	❖ তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক । ❖ তার রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' বাংলা ভাষার একমাত্র গদ্য মহাকাব্য ।

কায়কোবাদ

ব্যক্তিগত তথ্য		জন্ম: ১৮৫৭ সালে ঢাকার নবাবগঞ্জের পূর্বপাড়া গ্রামে । প্রকৃতনাম: মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী । উপাধি: কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন । মৃত্যু: তিনি ১৮৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন ।
সাহিত্য কর্ম	মহাকাব্য	মহাশ্মশান (১৯০৪)
	কাব্য	বিরহ বিলাস (১৮৭০), কুসুম কানন (১৮৭৩), অশ্রুমালা (১৮৯৪), শিব মন্দির (১৯১৭), অমিয়ধারা (১৯২৩), শ্মশান ভস্ম (১৯২৪), মহরম শরীফ (১৯৩৩)
অন্যান্য		❖ তিনি আধুনিক যুগের প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি । ❖ বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা । ❖ তিনি প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি হিসেবে সনেট রচনা করেন ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যক্তিগত তথ্য	জন্ম: ১৮৬১ সালের মে বা ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ । পরিবার: পিরালি ব্রাহ্মণ বংশের এবং মূল পারিবারিক পদবী- কুশারী । পিতা- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা- সারদা দেবী । ছদ্মনাম- ভানুসিংহ ঠাকুর । উপাধি- বিশ্বকবি, কবিগুরু । মৃত্যু: ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট বা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ ।
সম্পাদিত পত্রিকা	সাধনা (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮), বঙ্গদর্শন (১৯০১), তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)
উপাধি ও পুরস্কার	❖ ১৯১৩ সালে তিনি তার গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের জন্য প্রথম এশীয় হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন । ❖ ১৯১৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন । ❖ ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নাইট উপাধিতে ভূষিত হন কিন্তু ১৯১৯ পাঞ্জাবের জালিওয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকা-ের প্রতিবাদে তিনি এই উপাধি পরিত্যাগ করেন । ❖ ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন । ❖ ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন ।

সাহিত্য কর্ম	কাব্য		কবি-কাহিনী (১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০), সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২), প্রভাতসঙ্গীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪), শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), নদী (১৮৯৬), চৈতালী (১৮৯৬), কণিকা (১৮৯৯), ক্ষণিকা (১৯০০), কথা (১৯০০), কল্পনা (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১), স্মরণ (১৯০৩), শিশু (১৯০৩), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০), উৎসর্গ (১৯১৪), বলাকা (১৯১৬), পলাতকা (১৯১৮), শিশু ভোলানাথ (১৯২২), পূরবী (১৯২৫), মহুয়া (১৯২৯), পরিশেষ (১৯৩২), পুনশ্চ (১৯৩২), বিচিত্রতা (১৯৩৩), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), বীথিকা (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬), শ্যামলী (১৯৩৬), প্রান্তিক (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), আকাশ প্রদীপ (১৯৩৯), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষলেখা, সঞ্চয়িতা (কাব্য সঙ্কলন)
	উপন্যাস		বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), রাজর্ষি (১৮৮৭), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুইবোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪), চার অধ্যায় (১৯৩৪)
	নাটক	গীতিনাট্য	বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ার খেলা (১৮৮৮), বসন্ত (১৯২৩), ঋতুরঙ্গ (১৯২৭), নবীন (১৯৩১), শ্রাবণ-গাঁথা (১৯৩৪)
		কাব্যনাট্য	ভগ্নহৃদয় (১৮৮১), রুদ্রচ- (১৮৮১), রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪), মালিনী (১৮৯৬), শ্যামা (১৯৩৯)
		রূপক	প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), শারদোৎসব (১৯০৮), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), ফা-ুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬), কালের যাত্রা (১৯৩২), তাসের দেশ (১৯৩৩)
		কৌতুক	গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্য-কৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬), শোধ-বোধ (১৯২৬)
		অন্যান্য	নলিনী (১৮৮৪), মুকুট (১৯০৮), অরূপরতন (১৯২০), গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), নটীর পূজা (১৯২৬), শেষরক্ষা (১৯২৮), চ-ালিকা (১৯৩৩)
	প্রবন্ধ		বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩), আলোচনা (১৮৮৫), চিঠিপত্র (১৮৮৭), সমালোচনা (১৮৮৮), আত্মশক্তি (১৯০৫), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), চরিত্র পূজা (১৯০৭), প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), লোকসাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), রাজা প্রজা (১৯০৮), স্বদেশ (১৯০৮), সমাজ (১৯০৮), শিক্ষা (১৯০৮), শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), সঞ্চয় (১৯১৬), পরিচয় (১৯১৬), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬), কালান্তর (১৯৩৭), বিশ্ব-পরিচয় (১৯৩৭), বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮), সভ্যতার সংকট (১৯৪১)
	পত্রসাহিত্য		ছিন্নপত্র (১৯১২), ভানুসিংহের পদাবলী (১৯৩০), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), পথে ও পথের প্রান্তে (১৯৩৮)
	ভ্রমণকাহিনী		য়ুরোপবাসীর পত্র (১৮৮১), য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি (১ম খ--১৮৯১; ২য় খ--১৮৯৩), পঞ্চভুত (১৮৯৭), জাপান যাত্রী (১৯১৯), যাত্রী (১৯২৯), জাপানে-পারস্যে (১৯৩৬)

	আত্মজীবনী	জীবনস্মৃতি (১৯১২) ছেলেবেলা (১৯৪০)
	গানের সংকলন	গীতি-মাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৪)
	ছোটগল্প	ছোটগল্প (১৮৯৪), বিচিত্র গল্প (১৮৯৪), কথা চতুষ্টয় (১৮৯৪), গল্প দশক (১৮৯৫), গল্পসপ্তক (১৯১৬), পয়লা নম্বর (১৯২০), সে (১৯৩৭), তিন-সঙ্গী (১৯৪০)। প্রথম প্রকাশিত গল্প – ভিখারিণী (১৮৭৪), একরাত্রি, মহামায়া, সমাপ্তি, দৃষ্টিদান, মাল্যদান, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, প্রায়শ্চিত্ত, মানভঞ্জন, দুরাশা, অধ্যাপক, নষ্টনীড়, স্ত্রীর পত্র, পাত্র ও পাত্রী, রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি, গুপ্তধন, জীবিত ও মৃত, নিশীথে, মণিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, দেনাপাওনা (১৮৯০–বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক ছোটগল্প), ব্যবধান, মেঘ ও রৌদ্র, পণরক্ষা, দিদি, কর্মফল, দান প্রতিদান, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, হৈমন্তী, ছুটি, পুত্রযজ্ঞ, পোস্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, শুভা, অতিথি, আপদ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ব্যক্তিগত তথ্য		**জন্ম:** ১৮৬৩ সালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। **পরিচিতি:** ডি.এল রায় নামে সমধিক পরিচিত। **মৃত্যু:** ১৯১৩ সালের ১৭ মে।
সাহিত্য কর্ম	নাটক	প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবার পতন, নূরজাহান (১৯০৮), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল-বিজয় (১৯১৬), সাজাহান (১৯০৯), বঙ্গনারী (১৯১৬)
	প্রহসন	কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুর্নজন্ম (১৯১১), আনন্দ-বিদায় (১৯১২)

কামিনী রায়

ব্যক্তিগত তথ্য	**জন্ম:** ১৮৬৪ সালে বরিশালের বাকেরগঞ্জের বাস-া গ্রামে। **মৃত্যু:** ১৯৩৩ সালে।
সাহিত্যকর্ম (কাব্য)	আলো ও ছায়া (১৮৮৯), নির্মাল্য (১৮৯১), দীপ ও ধূপ (১৯২৯), মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩), অশোক-সঙ্গীত (সনেট-১৯১৪)

প্রমথ চৌধুরী

ব্যক্তিগত তথ্য		**জন্ম:** ১৮৬৮ সালের ৭ আগস্ট যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। **পৈত্রিক নিবাস:** পাবনা জেলার হরিপুর। **ছদ্মনাম:** বীরবল। **সাহিত্য স্বীকৃতি:** বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক এবং ইতালীয় সনেটের প্রবর্তক। **মৃত্যু:** ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে।
সম্পাদিত পত্রিকা		সবুজপত্র (১৯১৪)- এটিকে চলিতরীতি প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের মুখপত্র বলা হয়।
সাহিত্য কর্ম	গদ্যগ্রন্থ	বীরবলের হালখাতা (১৯১৬), রায়তের কথা (১৯২৬)
	গল্পগ্রন্থ	চার ইয়ারী কথা (১৯১৬), আহুতি (১৯১৯), নীললোহিত (১৯৪১)
	কাব্য	সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদচারণ (১৯১৯)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্যক্তিগত তথ্য		**জন্ম:** ১৮৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে । **ছদ্মনাম:** অনীলা দেবী, শ্রীকান্ত ইত্যাদি । **সাহিত্য স্বীকৃতি:** অপরাজেয় কথাশিল্পী । **মৃত্যু:** ১৯৩৮ সালে কলকাতায় ।
সাহিত্য কর্ম	উপন্যাস	পরিণীতা (১৯১৪), বিরাজ বৌ (১৯১৪), পি-তমশাই (১৯১৪), পল্লীসমাজ (১৯১৬), চন্দ্রনাথ (১৯১৬), অরক্ষণীয়া (১৯১৬), বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), নিষ্কৃতি (১৯১৭), শ্রীকান্ত (১৯১৭-১৯৩৩), দত্তা (১৯১৮), স্বামী (১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), বামুনের মেয়ে (১৯২০), দেনাপাওনা (১৯২৩), পথের দাবি (১৯২৬), শেষপ্রশ্ন (১৯৩১), বিপ্রদাস (১৯৩৫)
	গল্প	মন্দির (১৯০৫), মহেশ, বিলাসী, সতী, মামলার ফল, কাশীনাথ
	বড়গল্প	রামের সুমতি (১৯১৪), বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), মেজদিদি (১৯১৫), ছবি (১৯২০)
অন্যান্য		❖ ১৯০৩ সালে তিনি জীবিকার তাগিদে রেঙ্গুন যান । ❖ ১৯০৩ সালে মন্দির নামক সাহিত্যকর্মের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার পান । ❖ ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন । ❖ ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধি লাভ করেন । ❖ 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

ব্যক্তিগত তথ্য		**জন্ম:** ১৮৮০ সালের ১৩ই জুলাই সিরাজগঞ্জে । **উপাধি:** অনল প্রবাহের কবি । **মৃত্যু:** ১৯৩১ সালের ১৭ জুলাই ।
সাহিত্য কর্ম	কাব্য	অনলপ্রবাহ (১৯০০), উচ্ছ্বাস (১৯০৭), নব উদ্দীপনা (১৯০৭), স্পেন বিজয় কাব্য (১৯১৪)
	উপন্যাস	তারা-বাঈ (১৯০৮), রায়নন্দিনী (১৯১৬), নূরউদ্দিন (১৯২৩), ফিরোজা বেগম (১৯২৩)
	প্রবন্ধ	স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬), স্বজাতি প্রেম (১৯০৯), সুচিন্তা (১৯১৬)
	ভ্রমনকাহিনী	তুরস্ক ভ্রমণ (১৯১০)
	মহাকাব্য	স্পেনবিজয় ।
অন্যান্য		❖ তাঁর নামের সাথে 'সিরাজী' অংশের সংযোজন তার জন্মস্থানের কারণে । ❖ তিনি তার 'রায় নন্দিনী' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র প্রতিক্রিয়ায় লেখেন । ❖ তার 'অনল প্রবাহ' গ্রন্থটি ইংরেজি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় ।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

ব্যক্তিগত তথ্য	**জন্ম:** ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে । **পিতৃপ্রদত্ত নাম:** রোকেয়া খাতুন । **পরিচিতি:** মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত এবং মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ ।

		মৃত্যু: ১৯৩২ সালে ৯ ডিসেম্বর ।
সাহিত্য কর্ম	**উপন্যাস**	পদ্মরাগ (১৯২৪)
	প্রবন্ধগ্রন্থ	মতিচুর (১ম খ- ১৯০৪ সালে এবং ২য় খ- ১৯২২ সালে), অবরোধবাসিনী (১৯৩১), Sultana's Dream.
অন্যান্য		❖ নারী শিক্ষার প্রসারে বেগম রোকেয়ার অবদান অসামান্য । ❖ তিনি সর্বপ্রথম ভাগলপুরে তার স্বামীর নামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন । ❖ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি 'আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম' নামক 'মুসলিম মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন ।

কাজী নজরুল ইসলাম

ব্যক্তিগত তথ্য		**জন্ম:** ১৮৯৯ সালের ২৪ মে অর্থাৎ ১৩০৬ সনের ২১ জ্যৈষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে । **পিতা:** কাজী ফকির আহমদ এবং মাতা: জাহেদা খাতুন । **ছদ্মনাম:** ধূমকেতু । **উপাধি:** বিদ্রোহী কবি, সৈনিক কবি ইত্যাদি । **মৃত্যু:** ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট অর্থাৎ ১৩৮৩ সনের ১২ ভাদ্র ।
সম্পাদিত পত্রিকা		নবযুগ (সান্ধ্য দৈনিক-১৯২০), ধূমকেতু (১৯২২), লাঙল (১৯২৫) ।
উপাধি ও পুরস্কার		❖ ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী' উপাধি লাভ । ❖ ১৯৬০ সালে ভারত সরকারের নিকট থেকে 'পদ্মভূষণ' পদক লাভ । ❖ ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি-লিট' লাভ । ❖ ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয থেকে 'ডি-লিট' লাভ । ❖ ১৯৭৬ সালে একুশে পদক লাভ ।
সাহিত্য কর্ম	**কাব্য**	অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলন-চাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশি (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), পূবের হাওয়া (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫), চিত্তনামা (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ঝিঙেফুল (১৯২৬), সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৭), ফণি-মনসা (১৯২৭), জিঞ্জির (১৯২৮), সন্ধ্যা (১৯২৯), চক্রবাক (১৯২৯), প্রলয়-শিখা (১৯৩০), মরু-ভাস্কর (১৯৫৭)
	উপন্যাস	বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১)
	নাটক	ঝিলিমিলি (১৯৩০), আলেয়া (১৯৩১), মধুমালা (১৯৫৯), পুতুলের বিয়ে
	প্রবন্ধ	যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দির জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬), রুদ্রমঙ্গল
	গানের সংকলন	বুলবুল (১৯২৮, ১৯৫২), চোখের চাতক (১৯২৯), চন্দ্রবিন্দু (১৯৪৬)
	গল্পগ্রন্থ	ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১)

শিক্ষকের আলোচ্য | **সমাস বিষয়ক আলোচনা**

সমাস বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা	❖ সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। ❖ সমাস ভাষাকে সংক্ষেপ করে। ❖ সমাসের রীতি বাংলা ভাষায় এসেছে সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে। ❖ সমাস শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। ❖ সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম **সমস্তপদ**। ❖ সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে **সমস্যমান পদ** বলে। ❖ সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় **পূর্বপদ** এবং পরবর্তী অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় **উত্তরপদ** বা **পরপদ**। ❖ সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম **সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য**।
সমাসের প্রকারভেদ	**সমাস প্রধানত ছয় প্রকার :** দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব সমাস।

দ্বন্দ্ব সমাস

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	❖ যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে **দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন- তাল ও তমাল = তাল-তমাল ইত্যাদি। ❖ দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর-বসে।
প্রকারভেদ	❖ মিলনার্থক শব্দযোগে : মা-বাপ,মাসি-পিসি,জ্বিন-পরি,চা-বিস্কুট ইত্যাদি। ❖ বিরোধার্থক শব্দযোগে : দা-কুমড়া, অহি-নকুল ইত্যাদি। ❖ বিপরীতার্থক শব্দযোগে : আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড় ইত্যাদি। ❖ অঙ্গবাচক শব্দযোগে :হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মু- ইত্যাদি। ❖ সংখ্যাবাচক শব্দযোগে :সাত-পাঁচ,নয়-ছয়,সাত-সতের ইত্যাদি। ❖ সমার্থক শব্দযোগে : হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, ধন-দৌলত ইত্যাদি। ❖ প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে : কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধুতি-চাদর ইত্যাদি। ❖ দুটো সর্বনামযোগে শব্দযোগে : যা-তা, যে-সে, যথা-তথা ইত্যাদি। ❖ দুটো ক্রিয়াযোগে : দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা ইত্যাদি। ❖ দুটো ক্রিয়া বিশেষণযোগে : ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে ইত্যাদি। ❖ দুটো বিশেষণযোগে : ভাল-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল ইত্যাদি। ❖ অলুক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন: দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে। ❖ বহুপদী দ্বন্দ্ব: তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা- নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদি। ❖ একশেষ দ্বন্দ্ব : আমরা, তোমরা, দম্পতি, কুশীলব, ধোঁয়াশা, সত্যাসত্য, হিতাহিত, গমনাগমন ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাস

সংজ্ঞা	❖ যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম।

		❖ সহজভাবে বললে বিশেষণের সাথে বিশেষ্যেও যে সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে ।
কর্মধারয় সমাসের শ্রেণিবিভাগ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	❖ যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে । ❖ উদাহরণ: যথা - সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ ।
	উপমান কর্মধারয়	❖ উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু । প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান । উপমান ও উপমেয়র একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে । ❖ উদাহরণ: ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ । এখানে ভ্রমর উপমান এবং কেশ উপমেয় । কৃষ্ণত্ব হল সাধারণ ধর্ম । যথা- তুষারশুভ্র,অরুণরাঙ্গা ।
	উপমিত কর্মধারয়	❖ সাধারণ গুণের উলে-খ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে । ❖ উদাহরণ: মুখচন্দ্র, পুরুষসিংহ,অধরপল্লব ইত্যাদি ।
	রূপক কর্মধারয়	❖ উপমান ও উপমেয়র মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয় । ❖ উদাহরণ: ক্রোধানল, বিষাদসিন্ধু, মনমাঝি ।

তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য		❖ পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান ভাবে বোঝায় তাকে **তৎপুরন্নষ সমাস** বলে ।
তৎপুরুষ সমাসের শ্রেণিবিভাগ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	❖ পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি কে, রে ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে । ❖ উদাহরণ: দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, পরলোকে গত = পরলোকগত ।
	তৃতীয়া তৎপুরুষ	❖ পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে । ❖ উদাহরণ: মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা ।
	চতুর্থ তৎপুরুষ	❖ পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে **চতুর্থী তৎপুরন্নষ সমাস** বলে । ❖ উদাহরণ: গুরকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা, বসতের নিমিত্ত বাড়ি = বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা ইত্যাদি ।
	পঞ্চমী তৎপুরুষ	❖ পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে । ❖ উদাহরণ: খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি ।
	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	❖ পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে । ❖ উদাহরণ: চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট ।
	সপ্তমী তৎপুরুষ	❖ পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে **সপ্তমী তৎপুরন্নষ সমাস** বলে । ❖ উদাহরণ: গাছে পাকা = গাছপাকা, দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা ।
	নঞ তৎপুরুষ	❖ না-বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে । ❖ উদাহরণ: ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর । এরূপ - অনাদর, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল ইত্যাদি ।
	উপপদ তৎপুরুষ	❖ যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে **উপপদ** বলে । কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে **উপপদ তৎপুরন্নষ সমাস** । ❖ উদাহরণ: জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ, পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ ।
	অলুক তৎপুরুষ	❖ যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে **অলুক তৎপুরন্নষ সমাস** বলে । ❖ উদাহরণ: গায়ে পড়া = পায়েপড়া । এরূপ - ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি ।

দ্বিগু সমাস

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	❖ সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে **দ্বিগু সমাস**

	বলে ।
উদাহরণ	❖ তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার = তেমাথা । এ রূপ - অষ্টধাতু, চতুরঙ্গ, ত্রিমোহিনী, তেরনদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র, শতাব্দী, পঞ্চবটী, ত্রিফলা ইত্যাদি ।

বহুব্রীহি সমাস

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	❖ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে । যথা - বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি । ❖ **বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয় ।**

বহুব্রীহি সমাসের শ্রেণিবিভাগ

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি	❖ পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিরণ বহুব্রীহি সমাস হয় । ❖ উদাহরণ: হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ । এ রকম : হৃতসর্বস্ব, উচ্চশির, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, জবরদস্তি, সুশীল, সুশ্রী, বদবখ্‌ত ইত্যাদি ।
ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি	❖ বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি । ❖ উদাহরণ: আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব, দু কানকাটা, বোঁটাখসা, ছা-পোষা, পা-চাটা, পাতাছেঁড়া, ধামাধরা ইত্যাদি ।
ব্যতিহার বহুব্রীহি	❖ ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয় । এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয় । ❖ উদাহরণ: হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি । এমনি ভাবে - চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, লাঠালাঠি, হাসাহাসি, গুঁতাগুতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি ।
নঞ বহুব্রীহি	❖ বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ্ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ্ বহুব্রীহি বলে । ❖ উদাহরণ: ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান । এরকম- বেহেড, নাচার, নির্ভুল, নাজানা, অজানা, নাহক, নিরুপায়, নির্ঝঞ্ঝাট, অবুঝ, অকেজো, বে-পরোয়া, বেহুঁশ, বেতার ইত্যাদি ।
মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি	❖ বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে তাকে **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** বলে । ❖ উদাহরণ: বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী । এমনিভাবে- গায়ে হলুদ, মেনিমুখো, বিড়ালাক্ষী ইত্যাদি ।
প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি	❖ যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি । ❖ উদাহরণ: ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ + ও), নিঃ (নেই) খরচ যার = নি-খরচ (খরচ+এ) । এ রকম - দোটানা, দোমনা, একগুঁয়ে, অকেজো, একঘরে, দোনলা, দোতলা, ঊনপাঁজুরে ইত্যাদি ।
অলুক বহুব্রীহি	❖ যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে **অলুক বহুব্রীহি** বলে । অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয় । ❖ উদাহরণ: মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার =গলায়গামছা (লোকটি) । এ রূপ- হাতে-ছড়ি, কানে-কলম, গায়ে-পড়া, হাতে- বেড়ি, মাথায়-ছাঁতা, মুখে- ভাত, কানে-খাটো ইত্যাদি ।
সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি	❖ পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি** বলা হয় । ❖ উদাহরণ: দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা । এ রূপ- চারহাতি, তেপায়া ইত্যাদি ।
নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি	❖ উদাহরণ: দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীণ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত, প-িত হয়েও যে মুর্খ = প-িতমূর্খ ইত্যাদি ।

দ্বন্দ্ব সমাস

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	❖ পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে । ❖ অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয় ।
উদাহরণ	❖ সামীপ্য (উপ) : কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে = উপকূল । ❖ বিপ্সা (অনু, প্রতি) : দিন দিন = প্রতি দিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতি ক্ষণে, ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণ । ❖ অভাব (নিঃ = নির): আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জলের অভাব = নির্জল, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ । ❖ পর্যন্ত (আ) : সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক । ❖ সাদৃশ্য (উপ) : শহরের সদৃশ = উপশহর । এছাড়া-উপগ্রহ, উপবন । ❖ অনতিক্রম্যতা (যথা) : রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য । এরূপ - যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি । ❖ অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল । ❖ বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধবাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল । ❖ পশ্চাৎ (অনু) : পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন । ❖ ঈষৎ (আ) : ইষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম । ❖ ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : উপগ্রহ, উপনদী । ❖ পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে : পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ । (পরি বা সম) ❖ দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর) : অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ । এ রূপ - প্রপিতামহ । ❖ প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি) : প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব । ❖ প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি) : প্রতিপক্ষ, প্রতুত্তর ।

প্রাদি সমাস

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	❖ প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে **প্রাদি সমাস** ।
উদাহরণ	❖ প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন । এরূপ - পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি = প্রগতি ইত্যাদি ।

নিত্য সমাস

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	❖ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে ।
উদাহরণ	❖ যেমন- অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, (বিষাক্ত) কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ, তুমি আমি ও সে = আমরা, দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই ।

শিক্ষকের আলোচ্য | যতি বা বিরাম চিহ্ন

☑ বিরাম চিহ্ন

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্যে এবং সম্বন্ধ পরিষ্কার করার জন্যে বাক্যের মধ্যে ও শেষে কতকগুলো চিহ্ন ব্যবহার করা হয় । এই চিহ্নগুলোকে 'যতি' বা 'বিরাম চিহ্ন' বা 'ছেদ চিহ্ন বলে ।

বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা

লিখিত ভাষায় ভাবকে স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন করার জন্য বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । শ্বাসবিরতি নির্দেশ করা এবং বক্তব্যকে অর্থবোধক করাই বিরাম চিহ্নের কাজ ।

নিচে বিরাম চিহ্নের কাজগুলো উল্লেখ করা হলো–

বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা

ক. বিরাম চিহ্ন বাক্যের সমাপ্তি নির্দেশ করে ।
খ. বক্তব্য উপস্থাপনে কণ্ঠস্বর কেমন হবে তা নির্দেশ করে ।
গ. বাক্যে ব্যবহৃত ২টি পদের মধ্যে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে ।
ঘ. বাক্যে ব্যবহৃত ২টি পদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে ।
ঙ. জটিল (মিশ্র) বা যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত দুই বা ততোধিক খ-বাক্যের মধ্যকার সম্পর্ক সৃষ্টিতে সাহায্য করে ।

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতির পরিমাণ	ব্যবহারের স্থান
কমা	,	১ বলতে যে সময় লাগে	শব্দ ও বাক্যাংশের শেষে
দাঁড়ি/পূর্ণচ্ছেদ	।	এক সেকেন্ড	বাক্যের শেষে
প্রশ্নসূচক চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড	বাক্যের শেষে
আশ্চর্যবোধক চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড	বাক্যের শেষে
ড্যাস	–	এক সেকেন্ড	বাক্যের মাঝে
কোলন ড্যাস	:-	এক সেকেন্ড	শব্দ ও বাক্য প্রভৃতির শেষে
বন্ধনী	() [] { }	থামার প্রয়োজন নেই	শব্দ ও বাক্যে; উদাহরণ নির্দেশে
কোলন	:	এক সেকেন্ড	একাধিক বাক্যে সংযোজক অব্যয় না থাকলে
সেমি কোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়	বাক্যের প্রমে ও শেষে
উদ্ধরণ বা উদ্ধৃতি চিহ্ন	'' / " "	এক সেকেন্ড	শব্দের অন্বয় ঘটাতে
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই	শব্দের মাঝে বা শেষে
লোপ চিহ্ন/ ইলেক চিহ্ন	'	থামার প্রয়োজন নেই	শব্দ ও বাক্যে; উদাহরণ নির্দেশে
ধাতু নির্দেশক চিহ্ন	√	থামার প্রয়োজন নেই	
পরবর্তী রূপসূচক চিহ্ন	– <	থামার প্রয়োজন নেই	
পূর্ববর্তী রূপসূচক চিহ্ন	– >	⦿ থামার প্রয়োজন নেই	
দুই দাঁড়ি	॥		
⦿ ত্রিবিন্দু বা ত্রিডট	...		

শিক্ষকের আলোচ্য | বিরাম চিহ্ন ও এর ব্যবহার

✍ কমা (পাদচ্ছেদ)

সাধারণত ১ (এক) উচ্চারণে যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু সময় থামতে হয় কমার জন্যে ।

(ক) বাক্যের অর্থবিভাগ দেখানোর জন্য কমা ব্যবহৃত হয় ।
যেমন: সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে ।

(খ) একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসাথে বসলে শেষটি বাদে সবগুলোর পর কমা বসে ।
যেমন: জবা, বেলি, হাসনা হেনা আমার প্রিয় ফুল ।

(গ) সম্বোধনের পর কমা বসে। যেমন: মাভৈঃ, এদিকে এসো।

(ঘ) উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসে। যেমন: শিক্ষক বললেন, "আগামীকাল হরতাল।"

(ঙ) বার ও মাসের পরে কমা বসে। যেমন: ১লা বৈশাখ, শনিবার, ১৪১৯ সন।

➢ **সেমিকোলন (অর্ধচ্ছেদ)**
কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির দরকার সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন: আগে চেনা পথে যাও, পরে অচেনা পথে যেয়ো।

➢ **দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)**
বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝানোর জন্য দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। যেমন: মৃত্যুতে সব অহংকার ধুয়ে মুছে যায়।

➢ **প্রশ্ন চিহ্ন (প্রশ্নবোধক চিহ্ন)**
কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: পৃথিবীর বয়স কত ?

➢ **বিস্ময় চিহ্ন (বিস্ময়সূচক চিহ্ন)**
অবাক, বিস্ময় বা হৃদয়াবেগ প্রকাশ পেলে বাক্যের শেষে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: মরি হায়! হায়রে ও মা।

➢ **কোলন (দৃষ্টান্তচ্ছেদ)**
অপূর্ণ বাক্যের পরে একটি পূর্ণ বাক্য এলে কোলন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: প্রতিজ্ঞা করলাম: আর মিথ্যা কথা বলবো না।

➢ **ড্যাশ (বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন)**
পৃক ভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক বাক্যের সমন্বয় বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন– শিশির – না, এ নামটা ব্যবহার করা চলিল না।

➢ **কোলন ড্যাশ (ছেদ বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন)**
উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বোঝাতে কোলন ড্যাশ একসাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন: সমাস ছয় প্রকার:

◉ **হাইফেন (শব্দ সংযোগ চিহ্ন):** যেমন: জন : মানব।

➢ **লোপ চিহ্ন**
বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

➢ **উদ্ধৃতি চিহ্ন**
বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তি এই চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন: তিনি বললেন, 'তোমরা চলে যাও'।

➢ **ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন**
প্রধানত গণিতে বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষকের আলোচ্য — তাৎক্ষণিক অনুশীলন পর্ব

ক্লাশের আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে অবশ্যই তাৎক্ষণিক অনুশীলন করিয়ে নেবেন এবং পরবর্তীতে ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন-

১. সম্বোধন পদে কোন যতিচিহ্ন বসে
২. 'কী বললে, আমি পাগল --' শূন্যস্থানে কি বসবে ?
৩. কোন বিরামচিহ্নে বিরাম নিতে হয় না?
৪. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে কি চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ?
৫. কোলন ড্যাশ কোনটি ?
৬. কোন বিরাম চিহ্নের বিরতিকাল নেই ?
৭. বাংলা ভাষার যতি চিহ্নের প্রচলন করেন কে ?
৮. অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কি বলে ?
৯. বিস্ময় চিহ্নের বিরতিকাল কতটুকু ?
১০. সমাসবদ্ধ পদগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য কোন চিহ্ন বসে।
১১. বর্জনস্থানে শব্দের উপরে লেখা কমা কে বলা হয়?
১২. একটি অপূর্ণ বাক্যের শেষে অন্য বাক্যের অবতারণা করতে কি চিহ্ন বসে ?

শিক্ষকের আলোচ্য — ক্লাসের বিষয়াবলীর উপরে তাৎক্ষণিক চর্চা

০১. সাহিত্য সম্রাট হিসাবে কাকে অভিহিত করা হয়?
ক. রবীন্দ্রনাত ঠাকুর খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

০২. চলিত রীতির প্রবর্তক কে?
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. প্রমথ চৌধুরী গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র

০৩. 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো–
ক. চরণের প্রথমে মিল থাকে খ. বিশ মাত্রার পর্ব থাকে গ. অন্ত্যমিল থাকে ঘ. অন্ত্যমিল থাকে না

০৪. 'শেষের কবিতা' উপন্যাস হলে 'শেষ লেখা' কি?
ক. উপন্যাস খ. কাব্য গ. ছোট গল্প ঘ. নাটক

০৫. 'বীরবল' ছদ্মনামে কে লিখতেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ খ. প্রমথ চৌধুরী গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. আকবর উদ্দিন

০৬. 'ধন ধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা'----------গানটি রচয়িতা কে?
ক. রজনী কান্ত সেন খ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গ. লালন শাহ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

০৭. 'বসন্তকুমারী নাটক' রচনা করেছেন–

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. দীনবন্ধু মিত্র গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

০৮. বাংলা একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৪৮ গ. ১৯৫৩ ঘ. ১৯৫৫ ঙ. ১৯৭২

০৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সোনার তরী" কোথায় রচনা করেন?

ক. শাহজাদপুর খ. শিলাইদহ গ. পতিসর ঘ. জোড়াসাঁকো ঙ. শান্তিনিকেতন

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি কবে থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়?

ক. ২ মার্চ ১৯৭১ খ. ৩ মার্চ ১৯৭১ গ. ২৬ মার্চ ১৯৭১ ঘ. ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

১১. 'বৈকুণ্ঠের উইল' গ্রন্থের রচয়িতা]

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২. 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথ রচিত–

ক. নাটক খ. গল্প গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ ঙ. কোনোটিই নয়

১৩. নিচের কোনটি মাইকেল মধুসুদন দত্ত রচিত পত্রকাব্য?

ক. কৃষ্ণকুমারী খ. মেঘনাদবধ গ. চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঘ. বীরাঙ্গনা ঙ. কোনোটিই নয়

১৪. 'রোহিণী' চরিত্রটি কোন উপন্যাসের?

ক. পল্লীসমাজ খ. মৃত্যুক্ষুধা গ. সংশপ্তক ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল ঙ. কোনোটিই নয়

১৫. 'হুতোম প্যাঁচা কার ছদ্মনাম?

ক. কালীপ্রসন্ন সিংহ খ. বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় গ. সমরেশ বসু ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৬. 'হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি' কোন কবির কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম ঙ. ভারতচন্দ্র

১৭. 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যটি কার রচিত?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. কায়কোবাদ ঘ. মহাকবি আলাওল ঙ. মুনীর চৌধুরী

১৮. 'সনেট'-এ কয়টি পংক্তি থাকে?

ক. ১২টি খ. ১৩টি গ. ১৪টি ঘ. ১৬টি ঙ. ১৮টি

১৯. 'একখানি ছোট ক্ষোত আমি একেলা' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার চরণ?

(ক) সোনার তরী (খ) চিত্রা (গ) মানসী (ঘ) বলাকা

২০. "কাটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা।" – এই উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?

(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) মাইকেল মধুসুদন দত্ত (গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (ঘ) বেনজীর আহমেদ

২১. 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই' – কে বলেছেন?

(ক) চন্ডীদাস (খ) বিদ্যাপতি (গ) রামকৃষ্ণ পরমহংস (ঘ) বিবেকানন্দ

২২. "কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।" – পঙ্‌ক্তির রচয়িতা কে?

(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) নজীবর রহমান (গ) শওকত ওসমান (ঘ) শেখ ফজলুল করিম

২৩. 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত' – এই উক্তিটি কার?

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী আব্দুল ওদুদ (গ) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (ঘ) প্রমথ চৌধুরী

২৪. 'হে বঙ্গ ভা-ারে তব বিবিধ রতন, তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি, পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশ' – কোন কবির রচিত কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?

(ক) গোবিন্দচন্দ্র দাস (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) মধুসূদন দত্ত

২৫. 'হায়রে কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যা বলে দূরে থাকি পার্থরথী তোমার চরণে' – উদ্ধৃত চরণ দুটির কবি কে?

(ক) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) কায়কোবাদ (গ) ফররুখ আহমদ (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২৬. 'বড়র পিরীতি বালির বাধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ' – চরণ দুটি কার রচনা?

ক. আলাওল খ. ভারতচন্দ্র গ. মুকুন্দরাম ঘ. হরিদত্ত

২৭. কোন সমাসে ব্যাস বাক্য হয় না?

ক. কর্মধারয় সমাস খ. অব্যয়ীভাব সমাস গ. দ্বিগু সমাস ঘ. নিত্য সমাস

২৮. 'আম-কুড়ানো' কোন সমাস?

ক. ৩য়া তৎপুরুষ খ. ২য়া তৎপুরুষ গ. ৪র্থী তৎপুরুষ ঘ. ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ

২৯. 'সতীর্থ' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য–

ক. তীর্থসহ খ. সতী রূপ তীর্থ গ. তীর্থের সমীপে ঘ. সমান তীর্থ যার

৩০. বহুব্রীহির দৃষ্টান্ত্ম

ক. বেতন খ. বেদনা গ. বেসন ঘ. বেহেড

৩১. 'গায়ে হলুদ' - সমস্তপদ কোন সমাসের অন্তর্গত?

ক. কর্মধারয় খ. অলুক তৎপুরুষ গ. দ্বন্দ্ব ঘ. বহুব্রীহি

৩২. 'তুষার শুভ্র' কোন সমাসের উদারহণ?

ক. উপমান কর্মধারয় খ. উপমিত কর্মধারয় গ. রূক কর্মধারয় ঘ. তৎপুরুষ

৩৩. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কি বলে?

ক. নাম পদ খ. উপপদ গ. প্রাতিপদিক ঘ. উপমিত

৩৪. 'জীবন্মৃত' এর ব্যাসবাক্য কোনটি?

ক. জীবিত কিন্তু মৃত খ. যে জীবিত সেই মৃত গ. মৃতের ন্যায় জীবিত ঘ. একই সাথে জীবিত ও মৃত ঙ. জীবিত থেকেও যে মৃত

৩৫. 'আরক্তিম' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য–

ক.অতি রক্তিম খ.ঈষৎ রক্তিম গ.আদ্যন্ত ঘ.আদি রক্তিম

শিক্ষার্থীর করণীয় — বাংলা সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান (অনুশীলন)

০১. সাহিত্য সম্রাট হিসাবে কাকে অভিহিত করা হয়?

ক. রবীন্দ্রনাত ঠাকুর খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

০২. 'বনফুল' কার ছদ্মনাম?

ক. প্রমথ চৌধুরী খ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় গ. যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী ঘ. মোহিতলাল মজুমদার

০৩. 'প্যারীচাঁদ মিত্রের' ছদ্মনাম কি?

ক. টেঁকচাদ ঠাকুর খ. মাগনদ ঠাকুর গ. বনফুল ঘ. পরশুরাম

০৪. চলিত রীতির প্রবর্তক কে?

ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. প্রমথ চৌধুরী গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র

০৫. নিচের কোন গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নয়?

ক. বলাকা খ. সোনার তরী গ. দোলনচাঁপা ঘ. মানসী

০৬. 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের নায়কের নাম কী?

ক. ইমাম হোসেন খ. ইমাম হাসান গ. সীমার ঘ. এজিদ

০৭. সবুজপত্র সম্পাদনা করেন –

ক. প্রমথ চৌধুরী খ. নজরুল গ. রবীন্দ্রনাথ ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র

০৮. কোনটি রবীন্দ্রনাথের লেখা –

ক. শ্রীকান্ত খ. বেলা-অবেলা গ. নবনী ঘ. সেঁজুতি

০৯. রায়নন্দিনী কার লেখা?

ক. ইসমাইল হোসেন সিরাজী খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. শওকত ওসমান ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

১০. 'শেষের কবিতা' কী ধরনের গ্রন্থ?

ক. কাব্য খ. উপন্যাস গ. নাটক ঘ. প্রহসন

১১. 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো–

ক. চরণের প্রথমে মিল থাকে খ. বিশ মাত্রার পর্ব থাকে গ. অন্ত্যমিল থাকে ঘ. অন্ত্যমিল থাকে না

১২. আধুনিক বাংলা কবিতার 'ভোরের পাখি' কে?

ক. বিহারীলাল চক্রবর্তী খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৩. রাজা রামমোহন রায় প্রণীত বাংলা ব্যকরণের নাম কী?

ক. মাগধীয় ব্যাকরণ খ. বাংলা ব্যাাকরণ গ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ ঘ. ভাষা ব্যাকরণ

১৪. মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' প্রকৃতপড়ো কোন রসের কাব্য?

ক. বীর রস খ. করুণ রস গ. দাস্য রস ঘ. শান্ত রস

১৫. 'বত্রিশ সিংহাসন' এর রচয়িতা কে?

ক. উইলিয়াম কেরি খ. গোলকনাথ শর্মা গ. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঘ. রাম রাম বসু

১৬. 'বীরবল' ছদ্মনামে কে লিখতেন?

ক. রবীন্দ্রনাথ খ. প্রমথ চৌধুরী গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. আকবর উদ্দিন

১৭. বাংলা ভাষায় সনেটের প্রবর্তক কে?

ক. রবীন্দ্রনাথ খ. মধুসূদন গ. নজরুল ঘ. চ-ীদাস

১৮. 'শেষের কবিতা' উপন্যাস হলে 'শেষ লেখা' কি?

ক. উপন্যাস খ. কাব্য গ. ছোট গল্প ঘ. নাটক

১৯. 'বিলাসী' গল্পটি কে লিখেছেন?]

ক. শরৎ চন্দ্র খ. রবীন্দ্রনাথ গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. শওকত ওসমান

২০. 'মেঘনাদবধ কাব্য' কত সালে প্রকাশিত হয়?

ক. ১৮৫২ খ. ১৮৫৩ গ. ১৮৬১ ঘ. ১৮৬৪

২১. 'ভানুসিংহ' কার ছদ্ম নাম?

ক. রবীন্দ্রনাথ খ. মধুসূদন গ. শরৎচন্দ্র ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান কোন সালে?

ক. ১৯১২ খ. ১৯১৩ গ. ১৯১৬ ঘ. ১৯০৮

২৩. 'বঙ্কিম'-এর বিপরীতার্থক শব্দ–

ক. রক্তিম খ. ক্লেদাক্ত গ. ঋজু ঘ. বাঁকা

২৪. বাংলায় উপন্যাস সাহিত্যধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হলেন–

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র

২৫. "কমলাকান্তের দপ্তর" কোন শ্রেণির রচনা?

ক. উপন্যাস খ. রম্য রচনা গ. প্রবন্ধ ঘ. ভ্রমণ কাহিনী

২৬. বাংলায় টিএস এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক–

ক. বুদ্ধদেব বসু খ. বিষ্ণু দে গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭. "বসন্তকুমারী" নাটক রচনা করেছেন কে?

ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮. 'চারু' ও 'কমল' চরিত্রদ্বয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোট গল্পের চরিত্র?

ক. একরাত্রি খ. জীবিত ও মৃত গ. সমাপ্তি ঘ. নষ্টনীড় ঙ. হৈমন্তী

২৯. সঞ্চয়িতা" কোন কবির কাব্য সংকলন?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. জসীম উদ্দিন ঙ. শহীদুল্লাহ

৩০. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা?

ক. চতুরঙ্গ খ. চতুষ্কোণ গ. চতুদর্শী ঘ. চতুস্পদী

৩১. 'ধন ধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা'----------গানটি রচয়িতা কে?

ক. রজনী কান্ত সেন খ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গ. লালন শাহ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২. কোনটি রবীন্দ্রনাথের লেখা?

ক. সেঁজুতি খ. বেলা-অবেলা গ. নবীন ঘ. শ্রীকান্ত

৩৩. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প নয়?

ক. ল্যাবরেটরি খ. মুসলমানীর গল্প গ. প্রাগৈতিহাসিক ঘ. অপরিচিতা

৩৪. নিচের কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস নয়?

ক. রাজসিংহ খ. সীতারাম গ. বিপ্রদাস ঘ. রজনী

৩৫. নিচের কোনটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের রচনার অনুবাদ?

ক. প্রভাবতী সম্ভাষণ খ. শকুন্তলা গ. ভ্রান্তি বিলাস ঘ. সীতারবনবাস

৩৬. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাস?

ক. চতুষ্কোণ খ. চতুরঙ্গ গ. চারইয়ারী কথা ঘ. পঞ্চগ্রাম

৩৭. নিচের কোন দুজন শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট নারী চরিত্র?

ক. আয়েষা, শ্রী খ. দামিনী, কুমুদিনী গ. অভয়া, অন্নদা ঘ. সর্বজয়া, দুর্গা

৩৮. 'বসন্তকুমারী নাটক' রচনা করেছেন–

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. দীনবন্ধু মিত্র গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৩৯. 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী জন্ম শতবার্ষিকী হবে?

ক. ২০৩১ খ. ২০৫১ গ. ২০৬১ ঘ. ২১৬১ ঙ. কোনটিই নয়

৪০. রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থটি নাটক?

ক. চোখের বারি খ. বলাকা গ. ঘরে-বাইরে ঘ. রক্তকরবী

৪১. কোন বাঙালি নাট্যকার বাংলা নাটকের পথিকৃৎ?

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. দীনবন্ধু মিত্র গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৪২. 'বিষাদ সিন্ধু' কে রচনা করেন?

ক. কায়কোবাদ খ. মীর মশাররফ হোসেন গ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঘ. মোজ্জামেল হক

৪৩. কোন উপন্যাসটি কবিগুরূ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নয়?

ক. শেষের কবিতা খ. চোখের বালি গ. গোরা ঘ. বিষের বাঁশী ঙ. বউ ঠাকুরানীর হাট

৪৪. বাংলা একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৪৮ গ. ১৯৫৩ ঘ. ১৯৫৫ ঙ. ১৯৭২

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সোনার তরী" কোথায় রচনা করেন?

ক. শাহজাদপুর খ. শিলাইদহ গ. পতিসর ঘ. জোড়াসাঁকো ঙ. শান্তিনিকেতন

৪৬. কোন বইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত নয়?

ক. শেষের কবিতা খ. সোনার তরী গ. বীরাঙ্গনা ঘ. বলাকা

৪৭. বাংলা গদ্যের জনক কাকে বলা হয়?

ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ. গিরিশচন্দ্র সেন

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি কবে থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়?

ক. ২ মার্চ ১৯৭১ খ. ৩ মার্চ ১৯৭১ গ. ২৬ মার্চ ১৯৭১ ঘ. ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

৪৯. সাহিত্য সম্রাট হিসেবে কাকে অভিহিত করা হয়?

ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ঙ. কোনোটিই নয়

৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাস কোনটি?

ক. রক্তকরবী খ. রানা প্রতাপসিংহ গ. নবযৌবন ঘ. বসন্ত কুমার ঙ. কোনোটিই নয়

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক কোন বইটি রচিত নয়–

ক. শেষের কবিতা খ. দোলনচাঁপা গ. সোনারতরী ঘ. মানসী

৫২. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম কি?

ক. হুতোম প্যাঁচার নকশা খ. আলালের ঘরের দুলাল গ. রক্তকরবী ঘ. গোয়া

৫৩. 'বৈকুণ্ঠের উইল' গ্রন্থের রচয়িতা]

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫৪. 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' সনেটটি কার রচনা?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. অতুল প্রসাদ সেন ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঙ. কোনোটিই নয়

৫৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক–

ক. জমিদার দর্পণ খ. শর্মিষ্ঠা গ. কৃষ্ণকুমারী ঘ. বসন্তকুমারী ঙ. কোনোটিই নয়

৫৬. 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথ রচিত–

ক. নাটক খ. গল্প গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ ঙ. কোনোটিই নয়

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ কোনটি?

ক. বনফুল খ. বলাকা গ. গীতাঞ্জলি ঘ. পূরবী ঙ. কোনোটিই নয়

৫৮. বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক কবি কে?

ক. মাইকেল মধুসুদন দত্ত খ. হেমচন্দ্র গ. নবীচন্দ্র ঘ. ঈশ্বরগুপ্ত

৫৯. শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল?

ক. পথের দাবী খ. নিস্কৃতি গ. চরিত্রহীন ঘ. দত্তা

৬০. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা?

ক. চতুরঙ্গ খ. চতুষ্কোণ গ. চতুর্দশী ঘ. চতুস্পাঠী

৬১. নিচের কোনটি মাইকেল মধুসুদন দত্ত রচিত পত্রকাব্য?

ক. কৃষ্ণকুমারী খ. মেঘনাদবধ গ. চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঘ. বীরাঙ্গনা ঙ. কোনোটিই নয়

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কোন রচনাটি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন?

ক. শেষের কবিতা খ. কালের যাত্রা গ. তাসের দেশ ঘ. বসন্ত ঙ. কোনোটিই নয়

৬৩. ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম কি?

ক. কপালকুন্ডলা খ. নীলদর্পণ গ. মরুশিখা ঘ. মেঘনাদবধ ঙ. কোনোটিই নয়

৬৪. 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

ক. ফররুখ আহমেদ খ. বিষ্ণু দে গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. মীর মশাররফ হোসেন ঙ. কোনোটিই নয়

৬৫. 'রোহিণী' চরিত্রটি কোন উপন্যাসের?

ক. পল্লীসমাজ খ. মৃত্যুক্ষুধা গ. সংশপ্তক ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল ঙ. কোনোটিই নয়

৬৬. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা' কবিতার প্রথম কত লাইন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রূপে নেয়া হয়েছে?

ক. ১০ লাইন খ. ২৫ লাইন গ. ৪ লাইন ঘ. ৮ লাইন ঙ. কোনোটিই নয়

৬৭. 'হুতোম প্যাঁচা কার ছদ্মনাম?

ক. কালীপ্রসন্ন সিংহ খ. বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় গ. সমরেশ বসু ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬৮. রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন রচনা কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন?

ক. বসন্ত খ. বিসর্জন গ. ডাকঘর ঘ. রাজা ও রাণী ঙ. শেষের কবিতা

৬৯. 'হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি' কোন কবির কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম ঙ. ভারতচন্দ্র

৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম–

ক. ১৮৬১ খ্রিঃ ৭ই মে খ. ১৮৫১ খ্রিঃ ৭ই জুন গ. ১৮৪১ খ্রিঃ ৭ই জুন ঘ. ১৮৩৮ খ্রিঃ ৬ই মে ঙ. কোনোটিই নয়

৭১. 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি রচনা করেছেন–

ক. কবি জসীমউদ্‌দীন খ. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. কায়কোবাদ ঙ. কবি নির্মলেন্দু গুণ

৭২. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস –

ক. চরিত্রহীন খ. ব্যাথার দান গ. শেষের কবিতা ঘ. নকশী কাঁথার মাঠ ঙ. বিষাদ সিন্ধু

৭৩. "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে"। উক্তিটি কোনটির অন্তর্গত?

ক. বিলাসী খ. হৈমন্তী গ. অর্ধাঙ্গিনী ঘ. বৈকালী ঙ. সৌদামিনী মালো

৭৪. কোন সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে 'নোবেল' পুরষ্কার পান?

ক. ১৮১৩ খ. ১৯১৪ গ. ১৯১৩ ঘ. ১৯১৫ ঙ. ১৯১৬

৭৫. 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-এর পারিবারিক পদবি কোনটি?

ক. চৌধুরী খ. চট্টোপাধ্যায় গ. চক্রবর্তী ঘ. বন্দ্যোপাধ্যায় ঙ. ঠাকুর

৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা–

ক. ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে খ. ৭ বৈশাখ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দে গ. ২৭ বৈশাখ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে
ঘ. ২৪ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে ঙ. কোনোটিই নয়

৭৭. 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যটি কার রচিত?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. কায়কোবাদ ঘ. মহাকবি আলাওল ঙ. মুনীর চৌধুরী

৭৮. 'সনেট'-এ কয়টি পংক্তি থাকে?
ক. ১২টি খ. ১৩টি গ. ১৪টি ঘ. ১৬টি ঙ. ১৮টি

৭৯. বাংলা কাব্যে 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রবর্তন করেন কে?
ক. কায়কোবাদ খ. সূকান্ত ভট্টাচার্য গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. মাইকেল মধুসুদন দত্ত ঙ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ নয়?]
ক. সোনারতরী খ. চিত্রা গ. বলাকা ঘ. নৌকাডুবি ঙ. মানসী

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	গ	০২	খ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	গ	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	ক	১০	খ
১১	ঘ	১২	ক	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	গ
২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	খ	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	গ	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	ঘ
৪১	ক	৪২	খ	৪৩	ঘ	৪৪	ঘ	৪৫	খ	৪৬	গ	৪৭	ক	৪৮	খ	৪৯	খ	৫০	ঙ
৫১	খ	৫২	খ	৫৩	গ	৫৪	খ	৫৫	গ	৫৬	গ	৫৭	ক	৫৮	ক	৫৯	ক	৬০	ক
৬১	ঘ	৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	ঘ	৬৫	ঘ	৬৬	ক	৬৭	ক	৬৮	ক	৬৯	খ	৭০	ক
৭১	ক	৭২	গ	৭৩	খ	৭৪	ক	৭৫	ঘ	৭৬	ক	৭৭	গ	৭৮	গ	৭৯	ঘ	৮০	ঘ

শিক্ষার্থীর করণীয় | বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পঙক্তি ও উদ্ধৃতি বিষয়ক প্রশ্ন (অনুশীলন)

০১। 'একখানি ছোট ক্ষোভ আমি একেলা' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার চরণ?
(ক) সোনার তরী (খ) চিত্রা (গ) মানসী (ঘ) বলাকা

০২। 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ' – কার লেখা?
(ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (খ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (গ) কামিনী রায় (ঘ) যতীন্দ্রমোহন বাগচী

০৩। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' পঙ্‌ক্তির রচয়িতা
(ক) রামনারায়ণ তর্করত্ন (খ) বিহারীলাল চক্রবর্তী (গ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (ঘ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার

০৪। 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' – রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা?
(ক) পূরবী (খ) শেষলেখা (গ) আকাশ প্রদীপ (ঘ) সেঁজুতি

০৫। 'রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর' কার রচনা?
(ক) চন্ডীদাস (খ) জ্ঞানদাস (গ) বিদ্যাপতি (ঘ) লোচনদাস

০৬। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা' – রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা?
(ক) বলাকা (খ) সোনার তরী (গ) চিত্রা (ঘ) পুনশ্চ

০৭। "কাটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা।" – এই উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) মাইকেল মধুসুদন দত্ত (গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (ঘ) বেনজীর আহমেদ

০৮। 'ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালিই পড়ে' – কে বলেছেন?

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (ঘ) প্রমথ চৌধুরী

০৯। **'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' – এ প্রার্থনাটি করেছে**

(ক) ভাঁড়ুদত্ত (খ) চাঁদ সদাগর (গ) ঈশ্বরী পাটনী (ঘ) নলকুবের

১০। **'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই' – কে বলেছেন?**

(ক) চন্ডীদাস (খ) বিদ্যাপতি (গ) রামকৃষ্ণ পরমহংস (ঘ) বিবেকানন্দ

১১। **'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া**

(ক) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (খ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (গ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (ঘ) কামিনী রায়

১২। **'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'? – কথাটি কার?**

(ক) রবীরন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩। **"কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?**
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।" – পঙ্‌ক্তির রচয়িতা কে?

(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) নজীবর রহমান (গ) শওকত ওসমান (ঘ) শেখ ফজলুল করিম

১৪। **"সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন**
হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন" – চরণ দুটি কার লেখা?

(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) গোলাম মোস্তফা (ঘ) শেখ ফজলুল করিম

১৫। **'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত' – এই উক্তিটি কার?**

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী আব্দুল ওদুদ (গ) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (ঘ) প্রমথ চৌধুরী

১৬। **"শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির, লিখে রেখ এক ফোঁটা দিলেম শিশির।" – এ অংশটুকুর মূল প্রতিপাদ্য**

(ক) প্রতিদান (খ) প্রত্যুপকার (গ) অকৃতজ্ঞতা (ঘ) অসহিষ্ণুতা

১৭। **"বউ কথা কও, বউ কথা কও**
কও কথা অভিমানিনী
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে কত যামিনী" – এই কবিতাংশটুকুর কবি কে?

(ক) বেনজীর আহমেদ (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) শামসুর রাহমান

১৮। **'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' – চরণটি কার?**

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (খ) মধূসূদন দত্ত (গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯। **'মোদের গরব, মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা'– রচয়িতা কে?**

(ক) রামনিধি গুপ্ত (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) অতুলপ্রসাদ সেন (ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২০। **'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' – বাংলার সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির এ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?**

(ক) অন্নদামঙ্গল (খ) পদ্মাবতী (গ) অশ্রুমালা (ঘ) লাইলী-মজনু

২১। **'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' – কার রচনা?**

(ক) বিদ্যাপতি (খ) গোবিন্দ দাস (গ) জ্ঞানদাস (ঘ) চন্ডীদাস

২২। **"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।**
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ ॥" – চরণ দুটি কার রচনা?

(ক) আলাওল (খ) ভারতচন্দ্র রায় (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) শেখ ফজলুল করিম

২৩। **'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' – উক্তিটি কার?**

(ক) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (খ) অতুলপ্রসাদ সেন (গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (ঘ) রামনিধি গুপ্ত

২৪। **"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।**
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥" – এ পঙ্‌ক্তি দুটি কোন কবির কবিতা হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে?

(ক) রামনিধি গুপ্ত (খ) আলাওল (গ) আবদুল হাকিম (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

২৫। **'অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চুর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।' – রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ উক্তিতে 'ছড়া' বলতে কী বুঝিয়েছেন?**

(ক) প্রাচীন সাহিত্য (খ) চর্যাপদের পঙ্‌ক্তি (গ) লোকসাহিত্যের ছড়া (ঘ) পুরাণআশ্রিত পঙ্‌ক্তি

২৬। **'দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়, নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।' – কবিতাংশটি কার?**

(ক) কবি আবদুল হাকিম (খ) মোজাম্মেল হক (গ) কামিনী রায় (ঘ) রজনীকান্ত সেন

২৭। **'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল' – পদটির রচয়িতা কে?**

(ক) জ্ঞানদাস (খ) বিদ্যাপতি (গ) চ-ীদাস (ঘ) গোবিন্দদাস

২৮। **"সই কেমনে ধরিব হিয়া**
আমার বঁধূয়া আন বাড়ি যায়
আমরি আঙিনা দিয়া ॥" – কার রচনা?

(ক) চ-ীদাস (খ) বিদ্যাপতি (গ) জ্ঞানদাস (ঘ) গোবিন্দদাস

২৯। **'সই কে শুনাইল শ্যাম নাম' – পদটির রচয়িতা কে?**

(ক) চ-ীদাস (খ) দ্বিজ চ-ীদাস (গ) জ্ঞানদাস (ঘ) গোবিন্দদাস

৩০। **'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর**
শূন্য মন্দির মোর' – কে লিখেছেন?

(ক) চ-ীদাস (খ) বিদ্যাপতি (গ) রবীন্দ্রনাথ (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

৩১। **'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' – উদ্ধৃতাংশটুকু কোন গ্রন্থের?**

(ক) কপালকু-লা (খ) শ্রীকান্ত (গ) কৃষ্ণকান্তের উইল (ঘ) উদাসীন পথিকের মনের কথা

৩২। **'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' – কে কাকে বলেছিল?**

(ক) সীমার, হোসেন (রাঃ)-কে (খ) আলেয়া, সিরাজকে (গ) কপালকু-লা. নবকুমারকে (ঘ) উপরের কোনটিই নয়

৩৩। **'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন' – উক্তিটি কার?**

(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৩৪। **'হায়রে কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যা বলে দূরে থাকি পার্থরথী তোমার চরণে' – উদ্ধৃত চরণ দুটির কবি কে?**

(ক) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) কায়কোবাদ (গ) ফররুখ আহমদ (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৩৫। **'অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে ও বঙ্গে' – কার উক্তি?**

(ক) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) রামরাম বসু (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৩৬। **'বাংলার কাব্য বাংলার ভাষা মিটায় প্রাণের পিপাসা, সে দেশ আমার নয় গো আপন, যে দেশে বাঙালি নাই' – এ পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির কবিতা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে?**

(ক) আলাওল (খ) রামনিধি গুপ্ত (গ) আবদুল হাকিম (ঘ) কায়কোবাদ

৩৭। **'হে বঙ্গ ভা-ারে তব বিবিধ রতন, তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি, পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশ' – কোন কবির রচিত কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?**

(ক) গোবিন্দচন্দ্র দাস (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) মধুসূদন দত্ত

৩৮। **'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি' – পঙ্‌ক্তিদ্বয় কোন কবিতার অন্তর্গত?**

(ক) বলাকা (খ) ক্রন্দসী (গ) বঙ্গভাষা (ঘ) দারিদ্র্য

৩৯। **'সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।**
সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে' – চরণ দুটির কবি কে?

(ক) মোহিতলাল মজুমদার (খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪০। **'রে পথিক! রে পাষাণ হৃদয়! কি লোভে ত্রস্তে দৌড়িতেছ? কি আশায় খ-িত শির বর্শার অগ্রভাবে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে হায়! এ শিরে হায়! এ খ-িত শিরে তোমার প্রয়োজন কি?' – উদ্ধৃতাংশটুকু কোন গ্রন্থের?**

(ক) রাজসিংহ (খ) পুরুবিক্রম (গ) নবাব সিরাজদ্দৌলা (ঘ) বিষাদ-সিন্ধু

৪১। **'যে জন দিবসে মনের হরষে**
জ্বালায় মোমের বাতি' – এই পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির লেখা?

(ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) চ-ীদাস (ঘ) কামিনী রায়

৪২। **'সমগ্র শরীরকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্ত জমলে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না'-বলেছেন –**

(ক) শরৎচন্দ্র (খ) নজরুল ইসলাম (গ) বঙ্কিমচন্দ্র (ঘ) রবীন্দ্রনাথ

৪৩। **'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' – এই পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?**

(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (গ) সিকান্দার আবু জাফর (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪। **'এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি**
রাজার হস্ত্ম করে সমস্ত্ম কাঙালের ধন চুরি' – চরণদ্বয় রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার অংশ?

(ক) পুরাতন ভৃত্য (খ) নিস্ফল উপহার (গ) দুই বিঘা জমি (ঘ) দেবতার গ্রাস

৪৫। **'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে**
তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরে বাহিরে' – পঙ্‌ক্তিটি কার লেখা?

(ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) সিকান্দার আবু জাফর (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬। **'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে _____ ঠাঁই আর নাহিরে'।**

(ক) তিল (খ) এতটুকু (গ) বিন্দু (ঘ) সামান্য

৪৭। **'যেখানে ফ্রি থিংকি নেই সেখানে কালচার নেই' – উক্তিটি কোন লেখকের লেখা প্রবন্ধে পাওয়া যায়?**

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র (খ) রবীন্দ্রনাথ (গ) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (ঘ) মোতাহের হোসেন চৌধুরী

৪৮। **'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান' – পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?**

(ক) অতুলপ্রসাদ সেন (খ) মুকুন্দরাম (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) শেখ ফজলুল করিম

৪৯। **'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই' – উক্তিটি কোন লেখকের?**

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) মানিক বন্দোপাধ্যায় (গ) বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০। **'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে বনের পাখি ছিল বনে।**
একদা কি করিয়া মিলন হলো দোঁহে, কি ছিল বিধাতার মনে' – কবিতাংশটুকুর রচয়িতা কে?

(ক) সুকুমার রায় (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১। **'হায়রে, তাহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চস্বর এবার এমন বাজখাঁই খাদে নামিল কেমন করিয়া?' – উদ্ধৃতাংশটুকুর প্রবন্ধকার কে?**

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫২। **'যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি,**
এবার পূঁজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি'- চরণটির রচয়িতা –

(ক) অমিত রায় (খ) জীবনানন্দ দাশ (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) কবি কালিদাস

৫৩। **নিচের কবিতাংশটি কোন কবির রচনা?**
'যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।'

(ক) সুকান্ত ভট্টাচার্য (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪। **'এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে'? – এই উক্তিটি কার?**

(ক) প্রমথ চৌধুরী (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫৫। **'মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় চায় না' – কার কথা?**

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) শেক্সপিয়ার (ঘ) কবি কায়কোবাদ

৫৬। **'একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা' – রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার চরণ?**

(ক) চিত্রা (খ) বলাকা (গ) সোনার তরী (ঘ) সাধারণ মেয়ে

৫৭। **'একবার মনে হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি' – কার লেখা?**

(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮। **"আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এ ছিল মোর ঘটে**

তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে ॥" – পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) মোজাম্মেল হক (ঘ) মোহিতলাল মজুমদার

৫৯। 'শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের সংলাপ?

(ক) একরাত্রি (খ) শুভা (গ) সমাপ্তি (ঘ) পোস্টমাস্টার

৬০। 'কিন্তু মঙ্গল আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল' – উদ্ধৃতাংশটুকু রবিঠাকুরের কোন গল্প থেকে নেয়া হয়েছে?

(ক) শেষের কথা (খ) করুণা (গ) কাবুলিওয়ালা (ঘ) হৈমন্তী

৬১. ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী..... " – এটি কোন কবির কোন কবিতার অংশ?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সোনার তরী খ. জসিম উদদীন: কবর

গ. নজরুল : সর্বহারা ঘ. হিং টিং ছট

৬২. 'বড়র পিরীতি বালির বাধ! ড়াণে হাতে দড়ি, ড়াণেক চাঁদ' – চরণ দুটি কার রচনা?

ক. আলাওল খ. ভারতচন্দ্র গ. মুকুন্দরাম ঘ. হরিদত্ত

৬৩. 'হে বঙ্গ ভা-ারে তব বিবিধ রতন-পরধন লোভে মত্ত'- কোন কবির কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. কবি সুফিয়া কামাল

৬৪. 'কাঁটা হেরি ড়ান্স্ব কেন ..... তুলিতে'

ক. কুসুম খ. পুষ্প গ. কমল ঘ. গোলাপ

৬৫. 'মা তোর বদন খানি মলিন হলে, আমি .....ভাসি।'

ক. চোখের জলে খ. নয়ন জলে গ. বুকের জলে ঘ. নদীর জলে

৬৬. শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির, লিখে রেখো ..... দিলেম শিশির।

ক. এক বিন্দু খ. এক ফোঁটা গ. দুই বিন্দু ঘ. এতটুকু

৬৭. আমি ...., আমি এলোকেশো ঝড় অকাল বৈশাখীর। আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর।

ক. জঞ্ঝ খ. হাম্বীর গ. চিরদুর্দম ঘ. ধূর্জটি

৬৮. 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'-কার রচনা?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. বেগম সুফিয়া কামাল গ. রোকনুজ্জামান খান ঘ. শামসুর রাহমান

৬৯. 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।'-এ বাক্য যে গল্পে রয়েছে তার নাম :

ক. শাস্তি খ. জীবিত ও মৃত গ. মেঘ ও রৌদ্র ঘ. মধ্যবর্তীনি

৭০. 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।'- এই পঙক্তি দুটির স্রষ্টার নাম:

ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন খ. কামিনী রায় গ. কুসুমকুমারী দাশ

৭১. 'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত্ম' এই স্মরণীয় চরণটি লিখেছেন–

ক. সিকান্দার আবু জাফর খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য গ. সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

৭২. 'এখন যৌবন আর যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়'-এই স্মরণীয় পঙক্তি রচনা করেছেন-

ক. শামসুর রাহমান খ. রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ. আল মাহমুদ ঘ. হেলাল হাফিজ

৭৩. 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে'- পঙক্তির সষ্টা-

ক. জীবনানন্দ দাশ খ. বুদ্ধদেব বসু গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. আহসান হাবীব

৭৪. 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' কোন কবির বাণী?

ক. চ-ীদাস খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৭৫. 'গাহি সাম্যের গান, ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান'। পঙক্তিটি কাজী নজরম্নল ইসলাম রচিত কোন কবিতায় অংশ?

ক. নারী খ. সাম্যবাদী গ. জীবন-বন্দনা ঘ. মানুষ

৭৬. **'শৈবাল দীঘিরে কহে উচ্চ কহে শির লিখে রেখ, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।'-এ অংশটুকুর মূল প্রতিপাদ্য-**

ক. প্রতিদান খ. প্রত্যুপকার গ. অকৃতজ্ঞতা ঘ. অসহিষ্ণুতা

৭৭. **ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলেমুখে শুধু কালি পড়ে', বলেছেন–**

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ঘ. প্রমথ চৌধুরী

৭৮. **'দুর্গম গিরি কান্ত্মার মরন্ন দুস্ত্মর পারাবার' গানটির রচয়িতা কে?**

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. জসীম উদ্দিন ঘ. নির্মলেন্দু গুণ

৭৯. **'ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এ বসুন্ধরা' কার লেখা?**

ক. ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. নির্মলেন্দু গুণ ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৮০. **'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর' কার লেখা?**

ক. মাইকেল মদুসূদন দত্ত খ. জসীম উদ্দীন গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৮১. **বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা, কূপ-মন্ডুকক' কবিতাংশটুকুর পরের চরণ কোনটি?**

ক. ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান খ. তারাই গাহিল নব প্রেম গান ধরনী-মেরীর যীশু

গ. তারি তরে ভাই, গান রচে যাই বন্দনা কবি তারে ঘ. আমি মরু-কবি গাহি সেই বেদে বেদুঈনদের গান

৮২. **'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা .... রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হলো সারা। কবিতার দ্বিতীয় লাইনটি হবে...**

ক. একখানি ছোট খেত আমি একেলা খ. কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা

গ. চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা ঘ. কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১- ক	০২- ক	০৩- ঘ	০৪- খ	০৫- খ	০৬- ক	০৭- ক	০৮- ঘ
০৯- গ	১০- ক	১১- খ	১২- খ	১৩- ঘ	১৪- ঘ	১৫- ঘ	১৬- গ
১৭- খ	১৮- ঘ	১৯- গ	২০- ক	২১- ঘ	২২- খ	২৩- ক	২৪- গ
২৫- গ	২৬- ক	২৭- ক	২৮- ক	২৯- খ	৩০- খ	৩১- ক	৩২- গ
৩৩- খ	৩৪- ক	৩৫- খ	৩৬- খ	৩৭- ঘ	৩৮- গ	৩৯- ঘ	৪০- ঘ
৪১-ক	৪২- ঘ	৪৩- ঘ	৪৪- গ	৪৫- ঘ	৪৬- ক	৪৭- খ	৪৮- গ
৪৯- ঘ	৫০- ঘ	৫১- গ	৫২- গ	৫৩- ঘ	৫৪- খ	৫৫- খ	৫৬- গ
৫৭- ঘ	৫৮- ক	৫৯- গ	৬০- গ	৬১- ক	৬২- খ	৬৩- গ	৬৪- গ
৬৫- খ	৬৬- খ	৬৭- ঘ	৬৮- ঘ	৬৯- খ	৭০- গ	৭১- গ	৭২- ঘ
৭৩- গ	৭৪- ক	৭৫- গ	৭৬- গ	৭৭- ঘ	৭৮- খ	৭৯- ঘ	৮০- গ
৮১- গ	৮২- ঘ						

শিক্ষার্থীর করণীয় | সমাস বিষয়ক (অনুশীলন)

০১. **যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটিকে কি পদ বলে?**

ক. পূর্ব পদ খ. সমস্ত পদ গ. উত্তর পদ ঘ. সমস্যমান পদ

০২. 'আম-কুড়ানো' কোন সমাস?

ক. ৩য়া তৎপুরুষ খ. ২য়া তৎপুরুষ গ. ৪র্থী তৎপুরুষ ঘ. ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ

০৩. কোন সমাসে ব্যাস বাক্য হয় না?

ক. কর্মধারয় সমাস খ. অব্যয়ীভাব সমাস গ. দ্বিগু সমাস ঘ. নিত্য সমাস

০৪. মহানবী কোন সমাস?

ক. বহুব্রীহি খ. কর্মধারয় গ. দ্বন্দ্ব ঘ. তৎপুরুষ

০৫. কোনটি অলুক তৎপুরন্নষ সমাসের উদাহরণ?

ক.কলেছাটা খ.মাথায়ছাতা গ.হাতেকলমে ঘ.গায়েহলুদ ঙ. কোনোটিইনয়

০৬. 'সতীর্থ' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য–

ক. তীর্থসহ খ. সতী রূপ তীর্থ গ. তীর্থের সমীপে ঘ. সমান তীর্থ যার

০৭. বহুব্রীহির দৃষ্টান্ত্ব

ক. বেতন খ. বেদনা গ. বেসন ঘ. বেহেড

০৮. 'নিঃসহায়'– শব্দটি কোন সমাস?

ক. অব্যয়ভাব খ. অলুক দ্বন্দ্ব গ. বহুব্রীহি ঘ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ

০৯. 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী?

ক. বহুমুখী খ. বহুবৃদ্ধি গ. বহু ধান ঘ. বহু ধন

১০. সমাস গঠিত শব্দ

ক. ইতস্তত খ. প্রাদুর্ভাব গ. শিরোপরি ঘ. নরপুঙ্গর

১১. 'আরক্তিম' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য–

ক.অতি রক্তিম খ.ঈষৎ রক্তিম গ.আদ্যন্ত ঘ.আদি রক্তিম

১২. 'গায়ে হলুদ' - সমস্ত্বপদ কোন সমাসের অন্ত্বর্গত?

ক. কর্মধারয় খ. অলুক তৎপুরুষ গ. দ্বন্দ্ব ঘ. বহুব্রীহি

১৩. 'চুলে - কাঁটা' যৌগিক পদটি কোন সমাসে নিস্পন্ন?

ক. বহুব্রীহি খ. তৎপুরুষ গ. কর্মধারয় ঘ. অলুক তৎপুরুষ

১৪. 'জীবন্মৃত' এর ব্যাসবাক্য কোনটি?

ক. জীবিত কিন্তু মৃত খ. যে জীবিত সেই মৃত গ. মৃতের ন্যায় জীবিত ঘ. একই সাথে জীবিত ও মৃত ঙ. জীবিত থেকেও যে মৃত

১৫. লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই– 'লাঠা লাঠি' কোন সমাস?

ক. দ্বন্দ্ব খ. কর্মধারয় গ. বহুব্রীহি ঘ. তৎপুরুষ ঙ. দ্বিগু

১৬. 'তুষার শুভ্র' কোন সমাসের উদারহণ?

ক. উপমান কর্মধারয় খ. উপমিত কর্মধারয় গ. রূক কর্মধারয় ঘ. তৎপুরুষ

১৭. 'পৌরসভা' কোন তৎপুরন্নষ সমাস?

ক. ষষ্ঠী খ. চতুর্থী গ. তৃতীয়া ঘ. দ্বিতীয়া ঙ. কোনোটিই নয়

১৮. "মনোযোগ" শব্দটি কোন সমাস?

ক. তৃতীয়া তৎপুরুষ খ. চতুর্থী তৎপুরুষ গ. পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ ঙ. কোনোটিই নয়

১৯. সমাস নির্ণয়ঃ 'দশ আনন যাহার– দশানন'।

ক. দ্বন্দ্ব খ. কর্মধারয় গ. বহুব্রীহি ঘ. অব্যয়ীভাব ঙ. তৎপুরুষ

২০. 'বিশ্বকবি' - এর সমাস কি হবে?

ক. বিশ্বরূপ কবি খ. বিশ্বের কবি গ. যিনি বিশ্বের কবি ঘ. বিশ্ব ও কবি

২১. যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্ত পদের দ্বারা সমাহার বোঝায় তাকে বলে–

ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. রূপক সমাস গ. বহুব্রীহি সমাস ঘ. দ্বিগু সমাস

২২. যে সমাসে পূর্ব পদের বিভক্তির লোপ হয় না তাকে বলে–

ক. নিত্য সমাস খ. অলুক সমাস গ. প্রাদি সমাস ঘ. দ্বন্দ্ব সমান

২৩. সমাস ভাষাকে কি করে?

ক. সংক্ষেপ করে খ. বিস্তৃত করে গ. অর্থপূর্ণ করে ঘ. অর্থের রূপান্তর ঘটায় ঙ. বাক্যের রূপান্তর ঘটায়

২৪. 'সিংহাসন' শব্দটি কোন সমান?

ক. ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় গ. নিমিত্তার্থে চতুর্থী ঘ. নিত্য সমাস ঙ. দ্বিগু সমাস

২৫. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কি বলে?

ক. নাম পদ খ. উপপদ গ. প্রাতিপদিক ঘ. উপমিত

২৬. কোনটি বহুব্রীহি সমাস?

ক. দশানন খ. সুপুরুষ গ. সাদাকালো ঘ. চৌরাস্তা ঙ. কোনোটিই নয়

২৭. কোনটি দ্বিগু সমাস?

ক. পুরুষসিংহ খ. কাপুরুষ গ. হাটবাজার ঘ. চৌরাস্তা ঙ. কোনোটিই নয়

২৮. যে যে পদে সমান হয় তাদের প্রত্যেকটিকে কি পদ বলে?

ক. সমস্তপদ খ. পূর্বপদ গ. উত্তরপদ ঘ. সমস্যমান পদ ঙ. কোনোটিই নয়

২৯. 'সমাস' শব্দের অর্থ কি?

ক. বিশ্লেষণ খ. সংক্ষেপণ গ. সংযোজন ঘ. সংশ্লেষণ

৩০. 'হাট - বাজার' কোন অর্থে দ্বন্দ্ব?

ক. মিলনার্থে খ. বিরোধার্থে গ. সমার্থে ঘ. বিপরীতার্থে

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	ঘ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	ক	০৬	ঘ	০৭	ঘ	০৮	গ	০৯	গ	১০	ঘ
১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ঙ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ক	১৯	গ	২০	খ
২১	ঘ	২২	খ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	গ

শিক্ষার্থীর করণীয় | (ব্যাংক সমূহের) বিগত সালের প্রশ্ন ও উত্তর (২০১৮ - ২০১৯)

1. 'কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।'– কবি ডিএল রায় যে প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন- BB, Assistant Director (General) 18

ক. বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য খ. বাংলার সবুজ মাঠ গ. বাংলার সামাজিক জীবন ঘ. বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি **উ: খ**

2. 'টেনিদা' যে সাহিত্যিকের কিশোরপাঠ্য লেখার কেন্দ্রীয় চরিত্র– BB, Assistant Director (General) 18

ক. প্রেমেন্দ্র মিত্র খ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ. সত্যজিৎ রায় ঘ. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: খ**

3. '....মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম আমার মাতৃভাষা।' উক্তিটি- BB, Assistant Director (General) 18

ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র খ. মুহম্মদ আবদুল হাই-এর গ. মুনীর চৌধুরীর ঘ. মুহম্মদ এনামুল হকের **উ: গ**

4. সহচর শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ- BB, Assistant Director (General) 18

ক. ধূতি-চাদর খ. ঘর-বার গ. আকার-ইঙ্গিত ঘ. বুক-পিঠ **উ: ক**

5. 'ফুটপাতে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন।' সৈয়দ ওয়ালীউলস্নাহ-র 'নয়নচারা' গল্প থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশটি ------ এর দৃষ্টান্ত্ম।
BB, Assistant Director (General) 18

ক. উৎপ্রেক্ষঋদ্ধ চিত্রকল্প খ. উপমাসঞ্জাত রূপক গ. প্রতীকায়িত ব্যজস্তূতি ঘ. অন্যাসক্ত রূপকাভাস **উ: ক**

6. বাংলা নাটকের ফর্ম ও ভাষা নিয়ে নিরীক্ষাধর্মী কাজ করেছেন-
Officer (General) 18

ক. মঈনুল আহসান সাবের খ. কায়েস আহমেদ গ. মামুন আহমেদ ঘ. সেলিম আল দীন **উ: ঘ**

7. বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ নয়–
Officer (General) 18

ক. সজল খ. স্বপ্ন গ. সুশ্রী ঘ. একগুঁয়ে **উ: খ**

8. এখানে ব্যবহৃত একটি মাইকেলি ধাতুর দৃষ্টান্ত্ম হলো–
Officer (General) 18

ক. বেড়ি খ. পবিত্রি গ. ঢালি ঘ. রাঙি **উ: খ**

9. সবচেয়ে প্রাচীন রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানের রচয়িতা–
Officer (General) 18

ক. দৌলত উজির বাহরাম খান খ. শাহ মুহম্মদ সগীর গ. আলাওল ঘ. জৈনুদ্দিন **উ: খ**

10. শামসুদ্দীন আবুল কালামের সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য হলো–
Officer (General) 18

ক. মানবচৈতন্য ও দর্শন খ. নিম্নবর্গের মানুষ ও তাদের জীবন
গ. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ঘ. নাগরিক জীবনের রূপ-রূপান্তর **উ: খ**

11. পাকিস্ত্মান আমলে সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি লেখকেরা বক্তব্য প্রকাশের জন্য আশ্রয় নেন-
Officer (General) 18

ক. মিথ-রূপকের অবয়ব খ. বিশিষ্ট ভাষারীতি গ. রূপকথার কাঠামো ঘ. অতিপ্রাকৃত আবহ **উ: ক**

12. তরজা হলো–
Officer (General) 18

ক. এক প্রকার সাহিত্য খ. প্রার্থনা সংগীত বিশেষ গ. কবিগান জাতীয় লোকসংগীত ঘ. পাঁচালির বিবর্তিত রূপ **উ: গ**

13. 'খোশমেজাজ' যে ধরনের সমাসের উদাহরণ–
Officer (General) 18

ক. সাধারণ কর্মধারয় খ.সমানাধিকরণ বহুব্রীহি গ. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি ঘ. উপপদ তৎপুরুষ **উ: খ**

14. 'জীবন-প্রভাত' কোন ধরনের উপন্যাস?
Assistant Director (General Side) 16

ক. সামাজিক খ. প্রেমের গ. আধ্যাত্মিক ঘ. ঐতিহাসিক **উ: ঘ**

15. 'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর' এই অমর পঙ্‌ক্তির রচয়িতা:
Assistant Director (General Side) 16

ক. শেখ ফজলল করিম খ. গোবিন্দদাস গ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঘ. জ্ঞানদাস **উ: ক**

16. 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের রচয়িতা–
Assistant Director (General Side) 16

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: ঘ**

17. 'চাষাভুষার কাব্য' কার রচনা?
Assistant Director (General Side) 16

ক. শামসুর রাহমান খ. নির্মলেন্দু গুণ গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. আহমদ ছফা **উ: খ**

18. ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' মূল কোন ভাষায় রচিত?
Assistant Director (General Side) 16

ক. ইংরেজি খ. ফরাসি গ. রুশ ঘ. স্প্যানিশ **উ: গ**

19. 'মানচিত্র' নাটক কে রচনা করেন?
Assistant Director (General Side) 16

ক. সেলিম আল-দীন খ. নুরুল মোমেন গ. আনিস চৌধুরী ঘ. শাহেদ আলী **উ: গ**

20. অনূদিত গ্রন্থ 'নিঃসঙ্গতার একশ বছর'- এর মূল লেখক:
Assistant Director (General Side) 16

ক. চটকা গান খ. ভাটিয়ালি গ. ঝুমুর গান ঘ. ভাওয়াইয়া **উ: ঘ**

21. 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের নায়কের নাম কী?
Assistant Director (General Side) 16

ক. এজিদ খ. ইমাম হাসান গ. সীমার ঘ. ইমাম হোসেন **উ: ঘ**

22. নিচের কোন গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নয়?
Assistant Director (General Side) 16

ক. বলা খ. সোনার তরী গ. মানসী ঘ. দোলনচাঁপা **উ: ঘ**

23. 'সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা' কার লেখা বই?
Assistant Director (General Side) 16

ক. আহমদ রফিক খ. বদরুদ্দীন উমর গ. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঘ. যতীন সরকার **উ: ঘ**

24. আঠারো বছরের বৈশিষ্ট্য নয়–
BB, Officer (Cash) 16

ক. ভয়ংকর খ. ভীরু গ. নির্ভীক ঘ. দুর্বার **উ: খ**

25. কোনটি কাজী নজরম্নল ইসলামের রচনা নয়?
BB, Officer (Cash) 16

ক. ছায়ানট খ. ব্যথার দান গ. মধুমালা ঘ. জিঞ্জির

26. 'চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে'– এর সুন্দর ইংরেজি হবে:
BB, Officer (Cash) 16

ক. The devil wouldn't listen to the scripture খ. Run with the hare and hunt with the hounds **উ: খ**

গ. Birds of a feather flock together ঘ. None

27. 'সবুজপত্র' সম্পাদনা করেন- BB, Officer (Cash) 16

ক. প্রমথ চৌধুরী খ. নজরুল গ. রবীন্দ্রনাথ ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র **উ: ক**

28. কোনটি রবীন্দ্রনাথের লেখা– BB, Officer (Cash) 16

ক. শ্রীকান্ত খ. বেলা-অবেলা গ. নবনী ঘ. সেঁজুতি **উ: ঘ**

29. 'পদ্মাবতী' একটি– BB, Officer (Cash) 16

ক. মৌলিক রচনা খ. অনুবাদ গ্রন্থ গ. ভ্রমণকাহিনী ঘ. কোনোটিই নয় **উ: খ**

30. প্রবোধকুমার কোন সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম? BB, Officer (Cash) 16

ক. তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দোপাধ্যায় গ. বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ঘ. বুদ্ধদেব বসু **উ: খ**

31. 'মৃণ্ময়ী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোট গল্পের নায়িকা? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)

ক. সমাপ্তি খ. দেনা-পাওনা গ. পোষ্টমাস্টার ঘ. মধ্যবর্তিনী **উ: ক**

32. কোনটি সঠিক? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)

ক. একাত্তরের দিনগুলো (উপন্যাস) খ. বিদ্রোহী (কাব্যগ্রন্থ) গ. পথের দাবী (উপন্যাস) ঘ. গোরা (নাট্যগ্রন্থ) **উ: গ**

33. 'আত্মঘাতী বাঙ্গালী' কার রচিত গ্রন্থ? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)

ক. অশোক মিত্র খ. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গ. অতুল সুর ঘ. নীরদচন্দ্র চৌধুরী **উ: ঘ**

34. 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)

ক. হুমায়ুন কবির খ. ফজল শাহাবুদ্দিন গ. আবুল হোসেন ঘ. মোজাম্মেল হক **উ: ক**

35. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)

ক. চতুষ্পদী খ. চতুষ্কোণ গ. চতুদর্শী ঘ. চতুরঙ্গ **উ: ঘ**

36. 'আবোল-তাবোল' কার লেখা? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)

ক. উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী খ. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার গ. সুকুমার রায় ঘ. সত্যজিৎ রায় **উ: গ**

37. প্রথম বাংলা 'থিসরাস' বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেছেন– BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)

ক. অশোক মুখোপাধ্যায় খ. জগন্নাথ চক্রবর্তী গ. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঘ. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ **উ: গ**

38. কোনটি নিত্য সমাসের সমস্ত পদ? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)

ক. নরপশু খ. গ্রামান্তর গ. মনমাঝি ঘ. উপনদী **উ: খ**

39. 'কুশীলব' শব্দটি কোন সমাসের অন্তর্গত? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)

ক. বহুব্রীহি খ. কর্মধারয় গ. দ্বন্দ্ব ঘ. তৎপুরুষ **উ: গ**

40. 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন' কোন ধরনের রচনা? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)

ক. নাটক খ. উপন্যাস গ. গল্প ঘ. রম্যরচনা **উ: ক**

41. 'শাহনামা' কোথাকার মহাকাব্য? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)

ক. গ্রিস খ. রোম গ. পারস্য ঘ. রাজস্থান **উ: গ**

42. সমাস সাধিত পদ কোনটি? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. চাষী খ. মানব গ. দম্পতি ঘ. বোনাই **উ: গ**

43. 'লাঠালাঠি' শব্দটি কোন সমাসের অন্তর্গত? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. বহুব্রীতি খ. কর্মধারয় গ. দ্বন্দ্ব ঘ. তৎপুরুষ **উ: ক**

44. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কি ধরনের রচনা? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. ছোটগল্প খ. উপন্যাস গ. কাব্যনাটক ঘ. পত্রোপন্যাস **উ: গ**

45. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক কোনটি? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. কৃষ্ণকুমারী খ. শর্মিষ্ঠা গ. সধবার একাদশী ঘ. নীলদর্পণ **উ: গ**

46. সমাস নিষ্পন্ন পদটিকে কি বলে? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. সমস্যমান পদ খ. ব্যাসবাক্য গ. সমস্ত পদ ঘ. উত্তর পদ **উ: গ**

47. বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. প্রমথ চৌধুরী খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ. প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ. সমরেশ মজুমদার **উ: ক**

48. 'রাজপুত্র' কোন সমাসের উদাহরণ? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. তৎপুরুষ খ. বহুব্রীহি গ. কর্মধারয় ঘ. দ্বন্দ্ব **উ: ক**

49. বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)
ক. নারীর মূল্য খ. রায়তের কথা গ. বীরবলের হালখাতা ঘ. তেল নুন লাকড়ী **উ: গ**

50. 'খনার বচন' কি সংক্রান্ত্ম? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)
ক. কৃষি খ. রাজনীতি গ. ব্যবসা ঘ. শিল্প **উ: ক**

51. কোনটি নিত্য সমাসের সমস্ত্ম পদ? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)
ক. নরপশু খ. মনমাঝি গ. গ্রামান্তর ঘ. উপনদী **উ: গ**

52. যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটিকে কি পদ বলে? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)
ক. পূর্ব পদ খ. সমস্ত পদ গ. উত্তর পদ ঘ. সমস্যমান পদ **উ: ঘ**

53. 'আমি মরম্ন-কবি-গাহি সেই বেদে- বেদুঈনদের গান,' – কাজী নজরম্নল ইসলাম রচিত পঙ্‌ক্তিগুটিতে কবি আরও যে কয়টি যতিচিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন-5 Govt. Banks & Financial Institutes (Officer'18)
ক. একটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. একটিও নয় **উ: ঘ**

54. 'মধুপ' যে সমাসের উদাহরণ- 5 Govt. Banks & Financial Institutes (Officer'18)
ক. ব্যতিহার বহুব্রীহি খ. অব্যয়ীভাব গ. উপপদ তৎপুরুষ ঘ. উপমিত কর্মধারয় **উ: গ**

55. প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে শুরম্ন থেকে শেষ পর্যন্ত্ম সমতা বজায় রাখতে হবে– 5 Govt. Banks & Financial Institutes (Officer'18)
ক. বাক্যের দৈর্ঘ্যের খ. ভাষারীতির গ. শব্দসীমার ঘ. ভাবের **উ: ঘ**

56. অনুবাদের সময় যে বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক– 5 Govt. Banks & Financial Institutes (Officer'18)
ক. অনুবাদকের দক্ষতা খ. রচয়িতার উদ্দেশ্য গ. মূলপাঠের শৈলী ঘ. সরল ভাষা **উ: খ**

57. প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কোনটি? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18) [cancelled]
ক. ভানুসিংহ খ. ধুমকেতু গ. বীরবল ঘ. বনফুল **উ: গ**

58. জাতীয় কবি কাজী নজরম্নল ইসলাম রচিত নিচের কোনটি? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18) [cancelled]
ক. কুহেলিকা খ. চিত্রা গ. তোহফা ঘ. মাল্যবান **উ: ক**

59. সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম– সে কখনো করে না বঞ্চনা। কবিতাংশটি কার? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18) [cancelled]
ক. শামসুর রাহমান খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. জীবনানন্দ দাশ **উ: খ**

60. মা-বাবার সেবা কর। এটি কি ধরনের বাক্য? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18) [cancelled]
ক. নির্দেশক খ. অনুজ্ঞাসূচক গ. ইচ্ছাসূচক গ. অস্তিবাচক **উ: খ**

61. দুটো বাক্যের মধ্যে ভাবের সম্বন্ধ থাকলে তাদের মাঝে কি চিহ্ন বসে? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18) [cancelled]
ক. কোলন খ. সেমিকোলন গ. কমা ঘ. ড্যাশ **উ: খ**

62. কোনটি পরিচ্ছদ? Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)
ক. দুকুল খ. দু-কূল গ. পিপুল ঘ. শিমুল **উ: খ**

63. 'বেতনভোগী' কোন সমাস? Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)
ক. উপপদ তৎপুরুষ খ. অলুক তৎপুরুষ গ. নঞ্ তৎপুরুষ ঘ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ **উ: ক**

64. নিচের কোনটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়? Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)
ক. ঘরে-বাইরে খ. পথের দাবী গ. চাঁদের অমাবস্যা ঘ. চিলেকোঠার সেপাই **উ: গ**

65. বাংলা সাহিত্যে কাকে 'ছন্দের যাদুকর' বলা হয়? Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. প্রমথ চৌধুরী গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ক**

66. নিচের যেটি শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক– Solani Bank Ltd. (Senior Officer-18)
ক. সংগীতজ্ঞ খ. গীতিকার গ. নাট্যকার ঘ. চিত্রশিল্পী **উ: ক**

67. 'গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে।'– চরণটি নান্দনিক বিবেচনায় হয়ে উঠেছে– Solani Bank Ltd. (Senior Officer-18)
ক. উপমা খ. রূপক গ. চিত্রকল্প ঘ. রূপকাভাস **উ: গ**

68. উপসর্গের সাহায্যে কর্মধারয় সমাস গঠনের উদাহরণ– Solani Bank Ltd. (Senior Officer-18)
ক. সকাল খ. সততা গ. একাল ঘ. সমস্যা **উ: ক**

69. 'মধুসূদন' নিচের যে উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র- Solani Bank Ltd. (Senior Officer-18)
ক. গৃহদাহ খ. যোগাযোগ গ. শর্মিষ্ঠা ঘ. নদীবক্ষে **উ: খ**

70. 'অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন।'– এই বাক্যে নিচের কোন ধরনের অসংগতি লক্ষ্য করা যায়? Solani Bank Ltd. (Senior Officer-18)
ক. দূরান্বয় দোষ খ. অতি বিনয়ের প্রকাশ গ. বচনের ভুল প্রয়োগ ঘ. আসত্তি গুণ পূরণ না হওয়া **উ: গ**

71. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি মৌলিক কাব্য– Solani Bank Ltd. (Senior Officer-18)

ক. অভ্র-আবীর খ. তীর্থ-সলিল গ. তীর্থরেণু ঘ. বেণু-বীণা উ: ক

72. কাল নিরবধি গ্রন্থটি যাঁর আত্মজীবনী– Solani Bank Ltd. (Senior Officer-18)

ক. মুস্তাফা নূরাউল ইসলাম খ. আনিসুজ্জামান গ. মাহমুদুল হক ঘ. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ উ: খ

73. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত নয়? Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. রাজা গ. কল্পনা ঘ. ডাকঘর উ: ক

74. 'পঞ্চভূত' কার লেখা? Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. জহির রায়হান ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

75. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস? Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. একাত্তরের দিনগুলি খ. চিলেকোঠার সেপাই গ. আগুনের পরশমনি ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ

76. 'গোঁপ খেজুরে' কোন সমাস? Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. ব্যতিহার বহুব্রীহি খ. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি গ. দ্বিগু ঘ. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি উ: খ

77. 'অধর পলস্নব' কোন সমাসের উদাহরণ? Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. কর্মধারয় খ. বহুব্রীহি গ. তৎপুরুষ ঘ. দ্বন্দ্ব উ: ক

78. 'মহানবী' কোন সমাস? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. দ্বিগু খ. তৎপুরুষ গ. বহুব্রীহি ঘ. কর্মধারয় উ: ঘ

79. 'আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুস্পের হাসি।'– চরণটি কোন কবিতার? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. ধূমকেতু খ. বারাঙ্গনা গ. শিখা ঘ. বিদ্রোহী উ: ঘ

80. কাজী নজরম্নল ইসলাম নিচের কোন সাহিত্য কর্মটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছেন? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. সঞ্চিতা খ. বিশেষ বাঁশি গ. ব্যথার দান ঘ. রাজবন্দীর জবানবন্দী উ: ক

81. 'সংশপ্তক' কোন জাতীয় গ্রন্থ? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. নাটক খ. উপন্যাস গ. রম্যরচনা ঘ. প্রবন্ধ উ: খ

82. পুঁথি সহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. আমীর হামজা খ. দৌলত কাজী গ. ফকির গরিবুল্লাহ্ ঘ. আলাওল উ: গ

83. 'লাইলী মজনু' কাব্যের উপাখ্যান কোন দেশের? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. সৌদি আরব খ. ইরাক গ. ইরান ঘ. মিশর উ: গ

84. নিচের সগমাসবদ্ধ শব্দ হলো– Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. উচ্চশাখা খ. সবেগ গ. প্রবৃত্তি ঘ. অনতিদূরে উ: ঘ

85. 'হু হু করে বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস' বলতে বোঝানো হয়েছে– Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. অনিশ্চয়তা খ. আকস্মিকতা গ. যোগাযোগহীনতা ঘ. আশংকা উ: ক

86. নিচের যেটি ফুলের নাম নয়– Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. জরদ খ. করবী গ. কুরুবক ঘ. সেঁউতি উ: নোট

87. কারবালা ও শহরনামা কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা– Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. আলাওল গ. আবদুল হাকিম ঘ. দৌলত কাজী উ: গ

88. 'সুড়ঙ্গ' নাটকটির রচয়িতা– Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. আসকার ইবনে শাইখ গ. শওকত ওসমান ঘ. সৈয়দ শামসুল হক উ: ক

89. পলস্নীসাহিত্যের অত্যন্ত্ম গুরম্নত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো– Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. অসাম্প্রদায়িকতা খ. অনুবাদপ্রবণতা গ. তত্ত্বের সচেতন প্রয়োগ ঘ. লিখিত রূপের প্রাধান্য উ: ক

90. ড. মুহম্মদ শহীদুলস্নাহ্-এর মতে বাংলাভাষা যে প্রাকৃত রূপ থেকে এসেছে– Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. মাগধী খ. প্রাচ্য গ. গৌড়ী ঘ. শৌরসেনী উ: গ

91. 'সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন'- নিম্নরেখ অক্ষরে লেখা অংশ যে কারকের উদাহরণ– Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. কর্মকারক খ. অধিকরণ কারক গ. অপাদান কারক ঘ. একটিও নয় উ: গ

92. নিচের যেটি অনূদিত কবিতার দৃষ্টান্ত্ম– Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. স্বাধীনতা খ. জীবন-সঙ্গীত গ. ছায়াময়ী ঘ. শূরসুন্দরী উ: খ

93. নিচের কোনটি প্রবন্ধের বই? PKB (Senior Executive Officer-18)

ক. পল্লী-সমাজ খ. দিবারাত্রির কাব্য গ. কালান্তর ঘ. মৃত্যুক্ষুধা **উ: গ**

94. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? PKB (Senior Executive Officer-18)

ক. নিঃশোষিত খ. নীরস গ. মাধুরিয়া ঘ. অধীনী **উ: খ**

95. সমাস নিষ্পন্ন পদটিকে কি বলে? PKB (Senior Executive Officer-18)

ক. সমস্যামান পদ খ. ব্যাসবাক্য গ. উত্তরপদ ঘ. সমস্তপদ **উ: ঘ**

96. 'গোঁফ খেজুরে' কোন সমাস? PKB (Senior Executive Officer-18)

ক. ব্যতিহার বহুব্রীহি খ. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি গ. দ্বিগু ঘ. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি **উ: খ**

97. 'তপুকে আবার ফিরে পাব, একথা ভুলেও ভাবিনি কোন দিন' নিম্নের কোনটি থেকে নেয়া? PKB, Executive Officer (Cash-18)

ক. একুশের গল্প খ. মানুষ গ. ভাষার কথা ঘ. বইকেনা **উ: ক**

98. 'সিংহাসন শব্দটি কোন সমাস? PKB, Executive Officer (Cash-18)

ক. ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় গ. নিমিত্তার্থে চতুর্থী ঘ. নিত্য সমাস **উ: খ**

99. যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটিকে কি পদ বলে? PKB, Executive Officer (Cash-18)

ক. সমস্যামান পদ খ. পূর্ব পদ গ. উত্তর পদ ঘ. সমস্ত পদ **উ: ক**

100. 'আজি সৃষ্টি সুখের উলস্নাসে' কবিতাটি কোন কাব্যের? Palli Sanchay Bank (Cash Assistant-18)

ক. বিষের বাঁশি খ. অগ্নিবীণা গ. দোলনচাঁপা ঘ. ফণিমনসা **উ: গ**

101. 'সাইরেন বেজে উঠলো' বাক্যটিতে 'বেজে উঠল' কি ধরনের ক্রিয়াপদ? Palli Sanchay Bank (Cash Assistant-18)

ক. মিশ্র খ. যৌগিক গ. প্রযোজক ঘ. সমধাতুজ **উ: খ**

102. 'কাঁচকলা' কোন সমাসভুক্ত? Palli Sanchay Bank (Cash Assistant-18)

ক. কর্মধারয় খ. তৎপুরুষ গ. অব্যয়ীভাব ঘ. বহুব্রীহি **উ: ক**

103. সহচর শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ– Palli Sanchay Bank (Cash Assistant-18)

ক. ধূতি-চাদর খ. ঘর-বার গ. আকার-ইঙ্গিত ঘ. বুক-পিঠ **উ: ক**

104. 'সুশিড়্গিত লোক মাত্রই স্বশিড়্গিত'– উক্তিটি কার? Palli Sanchay Bank (Cash Assistant-18)

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. প্রমথ চৌধুরী গ. কালি প্রসন্ন মজুমদার ঘ. অন্নদা শঙ্কর রায় **উ: খ**

105. 'কাল নিরবধি' গ্রন্থটি যার আত্মজীবনী– Palli Sanchay Bank (Cash Assistant-18)

ক. মুস্তফা নূরউল ইসলাম খ. আনিসুজ্জামান গ. আব্দুল্লা আবু সায়ীদ ঘ. হুমায়ূন আহমেদ **উ: খ**

106. 'শিড়্গা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি কে লিখেছিলেন? Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)

ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী খ. কবীর চৌধুরী গ. হায়াৎ মাহমুদ ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: ক**

107. 'কেন পান্থ হও ড়্গান্ত হেরি দীর্ঘ পথ' কার লেখা? Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)

ক. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ. কামিনী রায় ঘ. যতীন্দ্র মোহন বাগচী **উ: ক**

108. Ordnance শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কী? Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)

ক. অধ্যাদেশ খ. ক্রম গ. সমরাস্ত্র ঘ. আদেশ **উ: গ**

109. 'নলছাড়া' কোন সমাসের উদাহরণ? Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)

ক. ৩য়া তৎপুরুষ খ. ৪র্থ তৎপুরুষ গ. ৫মী তৎপুরুষ ঘ. ৭মী তৎপুরুষ **উ: গ**

110. 'নাগরিক কবি' কার উপাধি? GAS Transmission Co. Ltd. Asst. Manager (General-18)

ক. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খ. শামসুর রাহমান গ. বেগম রোকেয়া ঘ. গোলাম মোস্তফা **উ: খ**

111. নিচের কোনটি সৈয়দ শামসুল হকের রচনা? GAS Transmission Co. Ltd. Asst. Manager (General-18)

ক. নিষিদ্ধ লোবান খ. বিধ্বস্ত নীলিমা গ. খোয়াবনামা ঘ. আরেক ফাল্গুন **উ: ক**

112. শওকত ওসমানের লেখা উপন্যাস কোনটি? GAS Transmission Co. Ltd. Asst. Manager (General-18)

ক. নেকড়ে অরণ্য খ. জন্ম যদি হয় বঙ্গে গ. ক্রীতদাসের হাসি ঘ. অপরাজিত **উ: গ**

113. 'পদ্মার পলিদ্বীপ' কার রচনা? combined 8 Banks (SO-19)

ক. আবু ইসহাক খ. জহির রায়হান গ. মাহবুবুল আলম ঘ. জাহানারা ইমাম **উ: ক**

114. 'সোনালী কাবিন' এর রচয়িতা কে? combined 8 Banks (SO-19)

ক. হাসান হাফিুর রহমান খ. হুমায়ুন আজাদ গ. আল মাহমুদ ঘ. শক্তি চট্টোপাধ্যায় **উ: গ**

115. 'অপু' ও 'দুর্গা' চরিত্র দুটি কোন উপন্যাসের? combined 8 Banks (SO-19)

ক. বোকাকাহিনী খ. পথের পাঁচালী গ. নৌকাডুবি ঘ. দিবারাত্রির কাব্য **উ: খ**

116. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের পটভূমি কি? combined 8 Banks (SO-19)

ক. সিপাহীযুদ্ধ খ. দেশভাগ গ. ভাষা আন্দোলন ঘ. মুক্তিযুদ্ধ **উ: ঘ**

117. 'প্রিয়ংবদা' শব্দটি কোন সমাস? combined 8 Banks (SO-19)

ক. বহুব্রীহি খ. রূপক কর্মধারয় গ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ ঘ. উপপদ তৎপুরুষ **উ: ঘ**

118. কোনটি নিত্য সমাসের সমস্ত পদ? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. নরপশু খ. মনমাঝি গ. গ্রামান্তর ঘ. উপনদী **উ: গ**

119. কাকে যুগসন্ধির কবি বলা হয়? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. ঈশ্বরগুপ্ত খ. বিহারীলাল চক্রবর্তী গ. ভারতচন্দ্র ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ক**

120. 'দুধেভাতে উৎপাতৎ গল্পগ্রন্থের রচয়িতা কে? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. শওকত ওসমান খ. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. হাসান আজিজুল হক **উ: গ**

121. জীবনানন্দ দাশের কাব্যে ব্যবহৃত 'শঙ্খমালা' হলো- combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. রুপকথার চরিত্র খ. পূর্বপরিচিতা নারী গ. রোমান্টিক কবিকল্পনা ঘ. কবির জীবনদেবতা **উ: খ**

122. 'চেষ্টার সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা' বাক্যটি কার রচনা? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. শাহাদাৎ হোসেন খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ. ভারতচন্দ্র ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত **উ: ঘ**

123. কোনটি তৎপুরন্নষ সমাস? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. মধুমাখা খ. ভালোমন্দ গ. যথাসাধ্য ঘ. সত্যনিষ্ঠ **উ: ক**

124. 'সূর্য দীঘল বাড়ি' কোন ধরনের রচনা? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. নাটক খ. রম্য রচনা গ. উপন্যাস ঘ. কাব্যগ্রন্থ **উ: গ**

125. 'গীতগোবিন্দ' এর রচয়িতা কে? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. কৃত্তিবাস খ. কাশীরাম দাস গ. জয়দেব ঘ. দ্বিজ বংশী দাস **উ: গ**

126. 'অধর পলস্নব' কোন সমাসের উদাহরণ? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. তৎপুরুষ খ. বহুব্রীহি গ. কর্মধারয় ঘ. দ্বন্দ্ব **উ: গ**

127. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? Sonali Bank, Officer (Cash-19)

ক. চানক্য খ. চাণক্য গ. চানোক্য ঘ. চাণোক্য **উ: খ**

128. 'রোহিনী' কোন সাহিত্যকর্মের চরিত্র? Sonali Bank, Officer (Cash-19)

ক. গোরা খ. যোগাযোগ গ. দত্তা ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল **উ: ঘ**

129. যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটিকে কি পদ বলে? Sonali Bank, Officer (Cash-19)

ক. সমস্ত পদ খ. পূর্ব পদ গ. উত্তর পদ ঘ. সমস্যমান পদ **উ: ঘ**

130. 'পঞ্চভূত কার লেখা? Combined 2 Bank, (IT/ICT) Officer-19

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. জহির রায়হান ঘ. কোনটিই নয় **উ: ক**

131. কোনটি নিত্য সমাসের সমস্ত পদ? Combined 2 Bank, (IT/ICT) Officer-19

ক. নরপশু খ. মনমাঝি গ. গ্রামান্তর ঘ. উপনদী **উ: গ**